পারা ২

سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ

১৪২। সাইয়াক্বূলুস্ সুফাহা — য়ু মিনান্ না-সি মা-অল্লা-হুম 'আন্ ক্বিব্লাতিহিমুল্ লাতী কা-নূ 'আলাইহা-;
(১৪২) অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে, যে কিব্লার দিকে তারা ছিল তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল।

قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٣﴾ وَ

ক্বুল্ লিল্লা-হিল্ মাশ্রিক্বু অল্মাগ্রিব্; ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা — য়ু ইলা-ছিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ১৪৩। অ
বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান। (১৪৩) এভাবে

كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ

কাযা-লিকা জ্বা'আল্না-কুম্ উম্মাতাওঁ অসাত্বোয়াল্ লিতাকূনূ শুহাদা — য়া 'আলান্ না-সি অ ইয়াকূনার্
আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি করেছি, যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্য দাতা হও। এবং

الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا

রাসূলু 'আলাইকুম্ শাহীদা-; অমা-জ্বা'আল্নাল্ ক্বিব্লাতাল্ লাতী কুন্তা 'আলাইহা — ইল্লা-
রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্য দাতা হন; আপনি এযাবৎ যে কিব্লার উপর ছিলেন, তাকে আমি এ জন্য প্রতিষ্ঠা

لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً

লিনা'লামা মাইঁ ইয়াত্তাবি'উর্ রাসূলা মিম্মাইঁ ইয়ান্ক্বালিবু 'আলা-'আক্বিবাইহ্; অইন্ কা-নাত্ লাকাবীরাতান্
করেছি, তা দ্বারা কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে ফিরে যায় তা জানতে পারি; আল্লাহ যাদেরকে সৎপথ

اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ

ইল্লা-'আলাল্লাযীনা হাদাল্লা-হ্; অমা- কা-নাল্লা-হু লিইয়ুদ্বী'আ ঈমা-নাকুম্; ইন্নাল্লা-হা
দেখিয়েছেন; তারা ছাড়া অন্যের নিকট এটা সুকঠিন; আল্লাহ এমন নন যে, নষ্ট করবেন তোমাদের ঈমানকে [১]। আল্লাহ

بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٤﴾ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ

বিন্না-সি লারাঊফুর্ রাহীম্। ১৪৪। ক্বাদ্ নারা-তাক্বাল্লু্বা অজ্ হিকা ফিস্ সামা — য়ি
মানুষের প্রতি করুণাময়, দয়ালু। (১৪৪) আপনার পুনঃপুনঃ আকাশ পানে মুখ উঠানো দেখেছি,

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۠ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَ

ফালানুওয়াল্লিয়ান্নাকা ক্বিব্লাতান্ তারদ্বোয়া-হা-ফাওয়াল্লি অজ্ হাকা, শাত্ব্রাল্ মাস্জ্বিদিল্ হারা-ম্; অ
তাই এমন কিবলামুখী করছি যা আপনি পছন্দ করেন, অতএব আপনি মসজিদে হারামের প্রতি

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৪৪ ঃ রাসূল করীম (ছঃ) মদীনায় অবস্থানকালে প্রথম ১৬/১৭ মাস বাইতুল মুকাদ্দিসের দিকে তাকিয়ে নামায পড়তেন। এ সময় তিনি বাররার আকাশ পানে তাকাতেন। তারপর আল্লাহপাক মক্কার ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ নাযিল করেন, এতে বিধর্মীরা বিরূপ মন্তব্য করলে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।
টীকা-১ ঃ কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ঈমান ও নামায নষ্ট হবে না। (অনুবাদক)

حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

হাইছু মা-কুনতুম্ ফাওয়াল্লূ উজ্বূহাকুম্ শাত্বরাহ্; অইন্নাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা

আপনার মুখ ফেরান; তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফিরাও; আর যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে

لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٥﴾ وَلَئِنْ

লাইয়া'লামূনা আন্নাহুল্ হাক্বু কু মিররব্বিহিম; অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা- ইয়া'মালূন্। ১৪৫। অলাইন্

তারা জানে যে, এটি তাদের রবের প্রেরিত সত্য; সে সম্বন্ধে আল্লাহ গাফেল নন। (১৪৫) আপনি

أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ

আতাইতাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা বিকুল্লি আ-ইয়াতিম্ মা-তাবি'উ ক্বিব্লাতাকা' অমা~আন্তা

কিতাবীদের নিকট যাবতীয় প্রমাণ উপস্থিত করলেও তারা কেবলার অনুসরণ করবে না, আর আপনিও

بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

বিতা-বি'ইন্ ক্বিব্লাতাহুম্ অমা-বা'দ্বুহুম্ বিতা-বি'ইন্ ক্বিবলাতা বা'দ্ব; অলাইনিত্তাবা'তা আহ্ওয়া — য়াহুম্

তাদের কেবলা মানতে পারেন না; তারা একে অপরের কেবলার অনুসরণ করে না; জ্ঞান আসার পরও যদি আপনি তাদের

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٦﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ

মিম্ বা'দ্বি মা-জ্বা — য়াকা মিনাল্ 'ইল্মি ইন্নাকা ইযাল্ লামিনাজ্ জোয়া-লিমীন্। ১৪৬। আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্

হীন প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, তবে নিশ্চয়ই তখন আপনি অন্তর্ভুক্ত হবেন যালিমের। (১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব

الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ

কিতা-বা ইয়া'রিফূনাহূ কামা- ইয়া'রিফূনা আব্না — য়াহুম্; অইন্না ফারীক্বাম্ মিনহুম লাইয়াক্তুমূনাল্

দিয়েছি তারা তাকে ঐরূপ চিনে যেরূপ তারা তাদের সন্তানদের চিনে। তবুও একদল জেনে বুঝে সত্যকে গোপন

الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٧﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلِكُلٍّ

হাক্ব্ ক্বা অহুম্ ইয়া'লামূন্। ১৪৭। আল্হাক্বক্বু মির্ রব্বিকা ফালা-তাকূনান্না মিনাল্ মুম্তারীন্। ১৪৮। অলিকুল্লিও

করে। (১৪৭) এ সত্য আপনার রবের পক্ষ হতে, অতএব, আপনি সংশয়ীদের দলভুক্ত হবেন না। (১৪৮) প্রত্যেকের

وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ

ওয়িজ্ হাতুন্ হুওয়া মুওয়াল্লীহা-ফাসতাবিক্বুল্ খাইরা-ত; আইনা মা-তাকূনূ ইয়া''তি বিকুমুল্

রয়েছে একটি কেবলা, যেদিকে সে মুখ করে; সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর। যেখানেই তোমরা

ওয়াকফে লাযেম ওয়াকফে মনযিল ১৭ ع ৬ ১ রুকু (সাঃ) ওয়াকফুন্নবী

আয়াত -১৪৫ ঃ এ আয়াতে ক্বা'বা শরীফকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের ক্বিবলা নির্ধারিত করা হয়। এর মাধ্যমে ইয়াহূদী নাসারাদের এ বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা বলত, মুসলমানদের ক্বিবলার কোন স্থিতি নেই। ইতোপূর্বে তাদের ক্বিবলা ছিল ক্বা'বা, তারপর হল বায়তুল মুকাদ্দাস, এখন আবার ক্বা'বা শরীফ হল। পুনরায় হয়ত বায়তুল মুকাদ্দাসকে ক্বিবলা বানাবে। (মাঃকোঃ)

আয়াত-১৪৮ ঃ এ আয়াতের মর্মার্থ হল, প্রত্যেক জাতিরই একটি নির্ধারিত ক্বিবলা আছে। সে ক্বিবল হয় আল্লাহর পক্ষ হতে, অন্যথা তারা নিজেরাই ঠিক করেছে। মোটকথা, ই'বাদতের সময় প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কোন বিশেষ দিককে নির্ধারণ করে দিলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

اللّٰهُ جَمِيْعًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

লা-হু জ্বামী'আ-; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্ । ১৪৯ । অমিন্ হাইছু খারাজ্ব্ তা ফাওয়াল্লি অজ্ব্ হাকা

অবস্থান কর না কেন, আল্লাহ সকলকে একত্র করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। (১৪৯) যেদিক হতে বের হন, আপনার

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

শাত্ব্ রাল্ মাস্জ্বিদিল্ হারা-ম্; অইন্নাহূ লাল্হাক্ব্ ক্বু মির্ রব্বিক্; অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা-

মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরান অবশ্যই তা আপনার রবের পক্ষ হতে বাস্তব সত্য; তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে

تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٠﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَ

তা'মালূন্ । ১৫০ । অমিন্ হাইছু খারাজ্ব্ তা ফাওয়াল্লি ওয়াজ্ব্ হাকা শাত্বরাল্ মাস্জ্বিদিল্ হারা-ম্; অ

বেখবর নন। (১৫০) আর আপনি যেদিক হতেই বের হন না কেন মসজিদে হারামের প্রতি মুখ ফেরান, আর তোমরা

حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ

হাইছু মা-কুন্তুম্ ফাওয়াল্লূ উজ্বূহাকুম্ শাত্ব্ রাহূ লিয়াল্লা-ইয়াকূনা লিন্না-সি 'আলাইকুম্

যে স্থানেই অবস্থান কর না কেন সেদিকে মুখ ফিরাও, যেন তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের কোন যুক্তি না থাকে যারা

حُجَّةٌ ۤ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۤ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ ۤ وَلِاُتِمَّ

হুজ্বজ্বাতুন্ ইল্লাল্লাযীনা জোয়ালামূ মিন্হুম্ ফালা-তাখ্শাওহুম্ ওয়াখ্শাওনী অ লিউতিম্মা

অন্যায়কারী তারা ছাড়া, অতএব তাদের ভয় করো না, আমাকে ভয় কর, তোমাদের প্রতি যেন আমার নিয়ামত পূর্ণ করতে

نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥١﴾ كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا

নি'মাতী 'আলাইকুম্ অলা'আল্লাকুম্ তাহ্তাদূন্ । ১৫১ । কামা~ আর্সাল্না- ফীকুম্ রাসূলাম্

পারি, আর যেন তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পার। (১৫১) যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে একজন

مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

মিন্কুম্ ইয়াত্লূ 'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তিনা-অইয়ুযাক্কীকুম্ অইয়ু'আল্লিমুকুমুল্ কিতা-বা অল্হিক্মাতা

রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পাঠ করে শুনান, তোমাদের পবিত্র করেন, কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন

وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥٢﴾ فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ

অইয়ু'আল্লিমুকুম্ মা-লাম্ তাকূনূ তা'লামূন্ । ১৫২ । ফায্কুরূনী~ আয্কুর্কুম্ অশ্

এবং যা তোমরা জান না তা শিক্ষা প্রদান করেন। (১৫২) অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ

শানেনুযূল্ ঃ আয়াত-১৫১ ঃ ক্বা'বা নির্মাণের পর হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নিকট এই জনপদ (মক্কা)-এর জন্য একজন রাসূল পাঠানোর জন্য দোয়া করেন। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) উক্ত দোয়ার ফলশ্রুতি। অতএব নবী করীম (ছঃ) ও তাঁর উম্মতের ক্বিবলা ক্বা'বা শরীফ হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। (মাঃ কোঃ,স্যামান্য পরিবর্তিত)

আয়াত-১৫২ ঃ এ আয়াতের মর্মার্থ হল, তোমরা আমাকে আমার নির্দেশের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তা হলে আমি তোমাদেরকে সওয়াব ও মার্জনার মাধ্যমে স্মরণ করব। হাদীস্ শরীফে বর্ণিত আছে, মহানবী (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে, তার নফল নামায ও রোযা কম হলেও, সে-ই

وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۝١٥٢ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ ع ১৮ ৫ ২ রুকু

কুরূলী অলা-তাক্ফুরূন্। ১৫৩। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুস্ তা'ঈনূ বিছ্ছব্রি

করব আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (১৫৩) হে মুমিনরা! সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য

وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝١٥٣ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অছ্ছলা-হ্; ইন্নাল্লা-হা মা'আছ্ ছোয়া-বিরীন্। ১৫৪। অলা-তাকূ্লূ লিমাই ইয়ুক্ব্তালু ফী সাবীলিল্লা-হি

ও নামাযের মাধ্যমে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (১৫৪) আল্লাহ্র পথে যারা নিহত হয় তাদের মৃত

اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝١٥٤ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ

আম্ওয়া-ত্; বাল্ আহ্ইয়া~ য়ুওঁ অলা-কিল্ লা-তাশ্'উরূন্। ১৫৫। অলানাব্লুওয়ান্নাকুম্ বিশাইয়িম্ মিনাল্ খাওফি

বলো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝনা। (১৫৫) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, কিছুটা ভয়,

وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ

অল্জূ্'ই অনাক্ব্ছিম্ মিনাল্ আম্ওয়া-লি অলআন্ফুসি অছ্ছামারা-ত্; অবাশ্শিরিছ্ ছোয়া-বিরীন্।

ক্ষুধা এবং ধন, প্রাণ ও ফল-ফলাদির ক্ষতি দিয়ে; আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে।

۝١٥٥ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝١٥٦ اُولٰٓئِكَ

১৫৬। আল্লাযীনা ইযা~ আছোয়া-বাত্হুম্ মুছীবাতুন্ ক্বা-লূ ~ ইন্না-লিল্লা-হি অইন্না- ইলাইহি রা-জি্'উন্। ১৫৭। উলা~য়িকা

(১৫৬) তাদের উপর যখন বিপদ আপতিত হয় তখন বলে, আমরা আল্লাহ্রই এবং আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব। (১৫৭) ঐ সকল

عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝١٥٧ اِنَّ

'আলাইহিম্ ছলাওয়া-তুম্ মির্ রব্বিহিম্ অরাহ্মাহ; অউলা — য়িকা হুমুল্ মুহ্তাদূন্। ১৫৮। ইন্নাছ্

লোকদের প্রতিই রবের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা, আর তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত। (১৫৮) নিশ্চয়

الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

ছোয়াফা- অল্ মার্ওয়াতা মিন্ শা'আ — ইরিল্লা-হি ফামান্ হাজ্জাল্ বাইতা আওয়ি' তামারা ফালা-জু্না-হা 'আলাইহি

'ছাফা' ও 'মারওয়া' স্মৃতি নিদর্শনের অন্যতম, যে কা'বার হজ্জ বা ওমরা করে তার জন্য উক্ত দু'স্থানে তাওয়াফ করা

اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ۝١٥٨ اِنَّ الَّذِيْنَ

আইঁ ইয়াত্ত্বোয়াও অফা বিহিমা-; অমান্ তাত্বোয়াও অ'আ খাইরান্ ফাইন্নাল্লা-হা শা-কিরুন্ 'আলীম্। ১৫৯। ইন্নাল্লাযীনা

দোষণীয় নয়, আর কেউ খুশী মনে সৎকাজ করলে, আল্লাহ তার পুরস্কার দাতা, অভিজ্ঞ। (১৫৯) নিশ্চয়

আল্লাহকে স্মরণ করে। অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, সে নামায-রোযা, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি বেশি করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না। (কুরতুবী মাঃ কোঃ)

শানেনুযূল ঃ আয়াত -১৫৪ ঃ বদর যুদ্ধে ছয়জন মোহাজির এবং আটজন আনসার সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। লোকেরা তখন তাদের নাম নিয়ে বলতে লাগল যে, অমুক অমুক মারা গিয়েছে, তারা পার্থিব নিয়ামত হতে বঞ্চিত হয়েছে ইত্যাদি। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয় (বয়ানুল কোরআন)

يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى

ইয়াক্তুমূনা মা~ আন্যাল্না-মিনাল্ বাইয়্যিনা-তি অল্হুদা-মিম্ বা'দি মা-বাইয়্যান্না-হু লিন্না-সি ফিল্

আমি যেসব নিদর্শন ও হেদায়েত নাযিল করেছি, তা স্পষ্টভাবে মানুষের জন্য কিতাবে বর্ণনা করার পরও যারা গোপন করে, আল্লাহ

الْكِتٰبِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ ﴿١٦٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

কিতা-বি উলা — য়িকা ইয়াল্'আনুহুমুল্লা-হু অইয়াল্'আনুহুমুল্ লা-'ইনূন্। ১৬০। ইল্লাল্লাযীনা তা-বূ

তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীরাও লা'নত করে। (১৬০) কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেরা

وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦١﴾ إِنَّ

অআছ্লাহূ অবাইয়্যানূ ফাউলা — য়িকা আতূবু 'আলাইহিম্, অ'আনাত্তাওও ওয়া-বুর্ রাহীম্। ১৬১। ইন্নাল্

সংশোধিত হয় এবং গোপনকৃত সত্য বর্ণনা করে, তাদেরকে ক্ষমা করি, আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (১৬১) যারা

الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَ

লাযীনা কাফারূ অমা-তূ অহুম্ কুফ্ফা-রুন্ উলা — য়িকা 'আলাইহিম্ লা'নাতুল্লা-হি অল্ মালা — য়িকাতি অন

কাফির এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহ্র ফেরেশতাদের ও

النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٢﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

না-সি আজ্ব্ মা'ঈন্। ১৬২। খা-লিদীনা ফীহা-লা-ইয়ুখাফ্ফাফু 'আন্হুমুল্ 'আযা-বু অলা-হুম

সকল মানুষের লা'নত। (১৬২) তারা সেখানের চিরস্থায়ী। তাতে শাস্তি কখনও হাল্কা করা হবে না এবং অবকাশ

১৯ ع ১১ ৩ রুকু

يُنظَرُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٤﴾ إِنَّ فِى

ইয়ুন্জোয়ারূন্। ১৬৩। অইলা-হুকুম্ ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুন্ লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়ার্ রাহ্মা-নুর রাহীম্। ১৬৪। ইন্না ফী

হবে না। (১৬৩) তোমাদের ইলাহ এক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি পরম দয়াময়, দয়ালু। (১৬৪) নিশ্চয়ই

خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِى

খাল্কিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অখ্তিলা-ফিল্লাইলি অন্নাহা-রি অল্ফুল্কিল্ লাতী

আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের কল্যাণের জন্য সাগরে বিচরণশীল

تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ

তাজ্বরী ফিল্ বাহ্রি বিমা-ইয়ান্ফা'উন্ না-সা অমা~ আন্যালাল্লা-হু মিনাস্ সামা — য়ি মিম্ মা — য়িন্

যেসব জাহাজ চলাচল করে, আল্লাহ আকাশ হতে যে পানি বর্ষণ করেন এবং তদ্দারা মৃত

আয়াত-১৬৩ঃ নানাভাবেই আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ সপ্রমাণিত রয়েছে। ১. তিনি একক, সমগ্র বিশ্বে তিনিই অতুলনীয়, কোন তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। ২. উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক, তিনি ছাড়া আর কেউই ই'বাদতের যোগ্য নয়। ৩. সত্ত্বার দিক দিয়েও তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি শরীক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি হতে পারে না। ৪. তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যখন কিছুই ছিল না। অতএব, তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যাকে এক বল্য যেতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি হাজির করা হয়েছে, যা জ্ঞানী ও মূর্খ নির্বিশেষে সকলেই বুঝতে পারে। (মাঃ কোঃ)

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ

ফাআহ্ইয়া-বিহিল্ আরদ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-অবাছ্ছা ফীহা- মিন্ কুল্লি দা —ব্বা তিঁও অতাছ্রীফির্
ভূমিকে জীবিত করেন, আর তাতে যাবতীয় জীব জন্তু বিস্তার করেন ও বায়ুর দিক পরিবর্তনে

الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

রিয়া-হি অস্ সাহা-বিল্ মুসাখ্খারি বাইনাস্ সামা — য়ি অল্আরদ্বি লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিইঁ ইয়া'ক্বিলূন্।
এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী নিয়ন্ত্রিত মেঘ মালাতে জ্ঞানবানদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

﴿١٦٥﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ

১৬৫। অমিনান্ না-সি মাইঁ ইয়াত্তাখিযু মিন্দূনিল্লা-হি আন্দা-দাইঁ ইয়ুহিব্বূনাহুম্ কাহুব্বিল্লা-হ্;
(১৬৫) আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ

অল্লাযীনা আ-মানূ ~ আশাদ্দু হুব্বাল্লিল্লা-হ্; অলাও ইয়ারাল্লাযীনা জোয়ালামূ ~ ইয্ ইয়ারাওনাল্ 'আযা-বা
এবং আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা মু'মিন তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়। জালিমরা শাস্তি

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٦﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا

আন্নাল্ কু্ও ওয়াতা লিল্লা-হি জ্বামী 'আওঁ অআন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ 'আযা-ব। ১৬৬। ইয্ তাবার্রা আল্লাযীনাত্ তুবি'উ
দেখলে বুঝবে, নিশ্চয় সকল শক্তি আল্লাহরই। আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা। (১৬৬) যাদের অনুসরণ করা হয়েছিল তারা যখন

مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٧﴾ وَقَالَ

মিনাল্লাযীনাত্ তাবা'উ অরায়াযুল্ 'আযা-বা অতাক্বাত্তোয়া'আত্ বিহিমুল্ আস্বা-ব্। ১৬৭। অক্বা-লাল্
তাদের অনুসরণকারীদের থেকে পৃথক হবে আর আযাব দেখবে এবং সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (১৬৭) তখন

الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ

লাযীনাত্ তাবা'উ লাও আন্না লানা-কার্রাতান্ ফানাতাবার্রায়া মিনহুম্ কামা- তাবার্রায়ূ মিন্না-; কাযা-লিকা ইয়ুরীহিমুল
অনুসরণকারীরা বলবে, হায়! যদি পুনরায় যেতে পারতাম তবে তাদের মত আমরাও সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। এভাবে ২০

اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٨﴾ يَا أَيُّهَا ع ৪ ৪

লা-হু আ'মা-লাহুম্ হাসারা-তিন্ 'আলাইহিম্; অমা-হুম্ বিখা-রিজ্বীনা মিনান্ না-র্। ১৬৮। ইয়া ~ আইয়ুহান্ রুকু
আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে পরিতাপরূপে দেখাবেন, তারা জাহান্নাম হতে বের হতে পারবে না। (১৬৮) হে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৬৮ ঃ অত্র আয়াতটি বনী ছকীফ ও খোযা'আ. আমের ইবনে ছ'ছা'আ প্রভৃতি আরব্য কাফেরদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যারা দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া ষাঁড়ের গোশ্ত হারাম মনে করত। আয়াত-১৬৯ ঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার যেসব প্রকৃষ্ট হেদায়েত নাযিল হয়েছে, সেসব মানুষের কাছে গোপন করা এত শক্ত গুনাহ, যার জন্য আল্লাহ নিজেও লা'নত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও লা'নত করে। অবশ্য এর মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে যা কোরআন ও সুন্নাহতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা অবশ্য কতর্ব্য। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

না-সু কুলূ মিম্মা-ফিল্ আরদ্বি হালা-লান্ ত্বোয়াইয়্যিবাওঁ অলা-তাত্তাবি'উ খুত্বু-ওয়া-তিশ্ শাইত্বোয়া-ন্;
লোকেরা! তোমরা দুনিয়ার হালাল, পবিত্র বস্তু খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى

ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওউম্ মুবীন্। ১৬৯। ইন্নামা- ইয়া''মুরুকুম্ বিস্সূ — য়ি অল্ফাহ্শা — য়ি অআন্তাক্বূলূ 'আলাল
নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে মন্দ ও অশ্লীলতা এবং আল্লাহ সম্বন্ধেএমন কথার নির্দেশ দেয় যা

اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ

ল-হি মা-লা-তা'লামূন্।১৭০। অইযা-ক্বীলা লাহুমুত্তাবি'উমা ~ আন্যালাল্লা-হু ক্বা-লূ বাল্ নাত্তাবি'উ
তোমরা জান না। (১৭০) যখন তাদের বলা হয় আল্লাহর অবতীর্ণ বস্তুর অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বাপ-

مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ *

মা ~ আল্ফাইনা-'আলাইহি আ-বা — য়ানা-; আওয়ালাও কা-না আ-বা — য়ুহুম্ লা-ইয়া'ক্বিলূনা শাইয়াওঁ অলা-ইয়াহ্তাদূন্।
দাদাকে যাতে পেয়েছি তা-ই অনুসরণ করব; এমন কি! যদিও বাপ-দাদা কিছুই বুঝত না এবং হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল না।

﴿١٧١﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ

১৭১। অমাছালুল্লাযীনা কাফারূ কামাছালিল্লাযী ইয়ান্'ইক্বু বিমা-লা-ইয়াস্মা'উ ইল্লা-দু'আ — য়াওঁ অনিদা — আ;
(১৭১) কাফেরদের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে চিৎকার করে ডাকে, যা ডাকে তা চিৎকার ছাড়া কোন কিছুই শুনে না। তারা

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

ছুম্মুম্ বুক্মুন্ 'উম্ইয়ুন ফাহুম লা-ইয়া'ক্বিলূন্।১৭২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ কুলূ মিন্ তোয়াইয়্যিবা-তি মা-
বধির, বোবা ও অন্ধ, তারা কিছুই বুঝে না। (১৭২) হে মু'মিনরা! আমার দেয়া পবিত্র বস্তু হতে আহার কর।

رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ

রাযাক্ব্না-কুম্ অশ্কুরূ লিল্লা-হি ইন্কুন্তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদূন্। ১৭৩। ইন্নামা-হার্‌রামা 'আলাইকুমুল্
আর যদি তোমরা আল্লাহ্র এবাদত গুজার হও, তবে তাঁরই শুকরিয়া আদায় কর। (১৭৩) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর

الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

মাইতাতা অদ্দামা অলাহ্মাল্ খিন্যীরি অমা ~ উহিল্লা বিহী লিগাইরিল্লা-হি ফামানিদ্ব্ ত্বু-র্‌রা গাইরা বা-গিওঁ
হারাম করে দিয়েছেন মৃত, রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয় এমন বস্তু। কিন্তু যে অবাধ্য বা সীমা লংঘনকারী

আয়াত-১৭০ ঃ এ আয়াতে যে পূর্ব পুরুষের অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার আসল মর্ম হল, ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষের অনুসরণ। প্রকৃত বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভূক্ত নয়। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-১৭৩ ঃ ১."মৃত জানোয়ার" সম্বন্ধে আলেমরা বলেন, এর গোশত খাওয়া, ব্যবহার করা, কেনা-বেচা করা কিংবা অন্য কোন পন্থায় লাভবান হওয়া হারাম। (মাঃ কোঃ) ২. "রক্ত" রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোনভাবে ব্যবহারও হারাম। রক্তের কেনা-বেচা এবং তা দিয়ে অর্জিত লাভও হারাম। (মাঃ কোঃ) ৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যা যবেহ করা হয়, যবেহের সময় আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করলেও হারাম হবে। (মাঃ কোঃ)

وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٤﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ

অলা-'আ-দিন্ ফালা~ইছ্মা 'আলাইহি; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ১৭৪। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্‌তুমূনা মা~

না হয়ে অনন্যোপায় হয়ে পড়ে তার কোন পাপ হবে না; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (১৭৪) যারা গোপন করে, সেসব

أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى

আন্‌যালাল্লা-হু মিনাল্ কিতা-বি অইয়াশ্‌তারূনা বিহী ছামানান্ ক্বালীলান্ উলা — য়িকা মা-ইয়া''কুলূনা ফী

বিষয় যা আল্লাহ্ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা তো শুধু পেট ভর্তি করে

بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ

বুতূ্নিহিম্ ইল্লান্না-রা অলা-ইয়ুকাল্লিমুহুমুল্লা-হু ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি অলা-ইয়ুযাক্কী হিম্ অলাহুম্

আগুন দিয়ে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ

'আযা-বুন আলীম্। ১৭৫। উলা — য়িকাললাযীনাশ্ তারায়ুদ্দ্বোলা-লাতা বিল্‌হুদা-অল্'আযা-বা

বেদনাদায়ক শাস্তি। (১৭৫) এরাই সত্যপথের পরিবর্তে অসৎ পথ এবং আযাব খরিদ করেছে

بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿١٧٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ

বিল্ মাগ্‌ফিরাতি ফামা-আছ্‌বারাহুম্ 'আলান না-র্। ১৭৬। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা নায্‌যালাল্ কিতা-বা বিল্‌হাক্ব্ ক্বি;

ক্ষমার পরিবর্তে আগুনের উপর তাদের কতই না ধৈর্য। (১৭৬) এটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ হকসহ কিতাব নাযিল

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٧٧﴾ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن

অইন্নাল্লাযীনাখ্‌তালাফূ ফিল্ কিতা-বি লাফী শিক্বা-ক্বিম্ বা'ঈদ্। ১৭৭। লাইসাল্ বির্‌রা আন্

করেছেন। আর যারা কিতাবে মতভেদ এনেছে তারা বিরোধিতায় সদূর প্রসারী। (১৭৭) সৎকর্ম কেবল এটাই

تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ

তুওয়াল্লূ উজূ্হাকুম্ ক্বিবালাল্ মাশ্‌রিক্বি অল্ মাগ্‌রিবি অলা-কিন্নাল্ বির্‌রা মান্ আ-মানা বিল্লা-হি

নয় যে, তোমার মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে; কিন্তু পুণ্য আছে ঈমান আনলে

وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ

অল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি অল্‌মালা — য়িকাতি অল্‌কিতা-বি অন্নাবিয়্যীনা অ আ-তাল্ মা-লা 'আলা-হুব্বিহী

আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশ্‌তা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ; আর আল্লাহ্‌র মহব্বতে অর্থ খরচ করলে

২১ রুকু ৫ • এক চতুর্থাংশ

আয়াত-১৭৪ ঃ আজ কাফেরদের আচার-আচরণ দেখলে মনে হয় তারা জাহান্নামের কষ্ট ও শাস্তির পরোয়াই করে না, যেন তাদের ধৈর্যের চাপেই দোযখের তাপ দূর হয়ে যাবে, যেন দোযখ তাদের কত প্রিয়। দোযখের আগুনই তাদের কাম্য। তাই তারা তাদের মনের আনন্দে, সাগ্রহে তারই দিকে ছুটে চলেছে। নিজেদের কার্যকলাপ এবং আচার-আচরণে অন্তত তারাই আয়োজন করছে। নতুবা দোযখ এবং ধৈর্য কোথায় কিসের কল্পনা। (তাফঃ তাহের) আয়াত-১৭৭ ঃ এ আয়াতের মর্মার্থ হল, আসল পুণ্য আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত। যেদিকে রোখ করে তিনি নামাযে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, তাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায় দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই গুরুত্ব নেই। (মাঃ কোঃ)

ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي

যাওয়িল্ ক্বুর্বা- অল্ইয়াতা-মা- অল্মাসা-কীনা অব্নাস্ সাবীলি অস্সা — য়িলীনা অফির্

আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, পথের কাঙ্গাল, ভিক্ষুক ও দাস মুক্তির জন্য, আর

الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا

রিক্বা-ব্; অআক্বা-মাছ্ ছলা-তা অআ-তায্ যাকা-তা অল্মূফূনা বি'আহ্দিহিম্ ইযা-

নামায প্রতিষ্ঠা করলে, যাকাত দিলে, ওয়াদা দিয়ে পালন করলে এবং

عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ

'আ-হাদূ অছ্ছোয়া-বিরীনা ফিল্বা'' সা — য়ি অদ্ব্‌দ্বোয়ার্‌রা ~ য়ি অহীনাল্ বা''স্; উলা — য়িকাল

ধৈর্য ধারণ করলে অভাবে, দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধে; এরাই সত্যপরায়ন

الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ

লাযীনা ছদাক্বূ; অউলা — য়িকা হুমুল্ মুত্তাক্বূন্। ১৭৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ কুতিবা

এবং এরাই মুত্তাকী। (১৭৮) হে মু'মিনরা! নিহতদের ব্যাপারে কিছাছ ফরয

عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى

'আলাইকুমুল্ ক্বিছোয়া-ছু ফিল্ ক্বাত্‌লা-; আল্ হুর্‌রু বিল্‌হুররি অল্'আব্‌দু বিল্'আব্‌দি অল্ উন্‌ছা-

করা হল। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং নারীর পরিবর্তে নারী;

بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ

বিল্‌উন্‌ছা-; ফামান্'উফিয়া লাহূ মিন্ আখীহি শাইয়ুন্ ফাত্তিবা-'উম্ বিল্‌মা'রূফি অআদা — উন্

কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হলে যথাযথ বিধি পালন করা এবং সততার সাথে তার

اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ

ইলাইহি বিইহ্‌সা-ন্; যা-লিকা তাখ্‌ফীফুম্ মির্ রব্বিকুম্ অরাহ্‌মাহ্; ফামানি'তাদা- বা'দা

পাওনা আদায় করা বিধেয়; এটা রবের পক্ষ হতে লাঘব ও রহমতস্বরূপ। এর পরও যে সীমা লংঘন করে

ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٩﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ

যা-লিকা ফালাহূ 'আযা-বুন্ আলীম্। ১৭৯। অলাকুম্ ফিল্‌ক্বিছোয়া-ছি হাইয়া-তুইঁ ইয়া ~ উলিল্ আল্‌আ-বি

তার জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব। (১৭৯) হে জ্ঞানবান! কিছাছের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন যেন তোমরা

শানেনুযূল ঃ আয়াত - ১৭৮ ঃ ইসলাম-এর আবির্ভাবের কিছু দিন পূর্বে আরবের দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বিজয়ী সম্প্রদায় বিজেতা সম্প্রদায়ের অনেক দাসদাসী ও নারীদের হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) রসূল হিসাবে প্রেরিত হলেন, তারা মুসলমান হয়ে গেল; কিন্তু পূর্ববর্তী যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাবের কোন পরিবর্তন ইসলাম গ্রহণের কারণে আসেনি, অধিকন্ত বিজেতা গোত্রটি একটি সম্মানিত উচ্চ নামী বংশের মধ্যে পরিগণিত হত। তাই তারা তাদের উপর বিজয়ী গোত্রকে বলল যে, আমরা আমাদের এক গোলামের পরিবর্তে তোমাদের একটি আজাদ ব্যক্তিকে এবং আমাদের একজন নারীর পরিবর্তে তোমাদের একজন পুরুষকে হত্যা করব। তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٠﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ

লা'আল্লাকুম্ তাত্তাক্বূন্ ।১৮০। কুতিবা 'আলাইকুম্ ইযা-হাদ্বোয়ারা আহাদাকুমুল্ মাওতু ইন্ তারাকা
সাবধান হতে পার। (১৮০) তোমাদের কারও যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হয়, তখন সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে

خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ☆

খাইরা-নিল্ ওয়াছিয়্যাতু লিল্ওয়া-লিদাইনি অল্ আক্ব্রাবীনা বিল্মা'রূফি হাক্ব্ক্বান্ 'আলাল্ মুত্তাক্বীন।
ন্যায়সঙ্গতভাবে মাতা-পিতা ও আত্মীয়দের জন্য ওছীয়ত করার বিধান দেয়া হল, এটা মুত্তাকীদের জন্য কর্তব্য।

﴿١٨١﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

১৮১। ফামাম্বাদ্দা লাহূ বা'দা মা-সামি'আহূ ফাইন্নামা ~ ইছ্মুহূ 'আলাল্লাযীনা ইয়ুবাদ্দিলূনাহ্; ইন্নাল্লা-হা
(১৮১) শুনবার পর যদি কেউ এটাকে বদলায় তবে এর পাপ পরিবর্তনকারীদের উপরই বর্তাবে, আল্লাহ মহাশ্রবণকারী,

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨٢﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ

সামী'উন্ 'আলীম্। ১৮২। ফামান্ খা-ফা মিম্ মূছিন্ জ্বানাফান্ আও ইছ্মান্ ফাআছ্লাহা বাইনাহুম্ ফালা ~ ইছ্মা
মহাজ্ঞানী। (১৮২) কেউ অছীয়তকারীর পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায়ের আশঙ্কা করলে যদি এদের মাঝে মিটমাট করে দিলে, ২২

عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ع ৬ ৬

'আলাইহি; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ১৮৩। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযী-না আ-মানূ কুতিবা 'আলাইকুমুছ্ ছিয়া-মু রুকু
তাতে কোন পাপ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। (১৮৩) হে মু'মিনরা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল যেমন

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٤﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ

কামা-কুতিবা 'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাত্তাক্বূন্। ১৮৪। আইয়্যা-মাম্ মা'দূদা-ত;
তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (১৮৪) (রোযা) কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের জন্য;

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ

ফামান্ কা-না মিনকুম্ মারীদ্বোয়ান্ আও 'আলা- সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আইয়্যা-মিন্ উখার্; অ'আলাল্লাযীনা
তবে যদি তোমাদের কেউ পীড়িত থাকে বা সফরে থাকে, তবে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যারা রোযা

يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ

ইয়ুত্বীক্বূনাহূ ফিদ্ইয়াতুন্ ত্বোয়া'আ-মু মিস্কীন্; ফামান্ তাত্বোয়াওয়া'আ খাইরান্ ফাহুওয়া খাইরুল্লাহ্; অআন্
রাখতে অক্ষম তারা ফিদিয়া হিসাবে খাদ্য দেবে মিসকীনদের, যদি কেউ স্বেচ্ছায় সৎকাজ করে এটা তার জন্য উত্তম।

আয়াত-১৮২ ঃ ব্যাখ্যা হল, সামঞ্জস্যের বিধান এ উদ্দেশ্যে যে, কিসাস অনুসারে প্রত্যেক আযাদ ব্যক্তির পরিবর্তে কেবল ঐ এক আযাদ ব্যক্তিকেই হত্যা করতে হবে। এ উদ্দেশে নয় যে, একজনের বদলে এক-এর বেশি ব্যক্তিকে হত্যা করবে। (তাফঃ মাহঃ হাসাঃ) আয়াত-১৮৪ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুস্থ সবল লোকদের জন্য রোযা না রেখে ফিদইয়া দান করার সুযোগ ছিল। পরবর্তীতে এ নির্দেশ রহিত করা হয়েছে। কিন্তু যে সব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অক্ষম বা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশটি এখনও কার্যকর। সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত অভিমত এটাই। (মাঃ কোঃ)

تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ

তাছূমূ খাইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন্। ১৮৫। শাহরু রামাদ্বোয়া-নাল্ লাযী~ উন্‌যিলা ফীহিল্

রোযা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বোঝ। (১৮৫) রমযান মাস হল সেই মাস যাতে কোরআন অবতীর্ণ

الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ

ক্বুরআ-নু হুদাল্ লিন্না-সি অবাইয়্যিনা-তিম্ মিনাল্ হুদা- অল্ ফুরক্বা-নি ফামান্ শাহিদা

হয়েছে মানুষের পথ প্রদর্শক, সত্যপথের উজ্জ্বল নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে। তোমাদের মধ্যে যে এই

مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

মিন্‌কুমুশ্ শাহ্‌রা ফাল্‌ইয়াছুমহু অমান্ কা-না মারীদ্বোয়ান্ আও 'আলা-সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আই ইয়া-মিন্

মাস পায় সে যেন রোযা রাখে। আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, সে অন্য সময়ে ঐ সংখ্যা পূর্ণ করবে।

أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

উখার; ইয়ুরীদুল্লা-হু বিকুমুল্ ইয়ুস্‌রা অলা-ইয়ুরীদু বিকুমুল্ 'উস্‌রা অলিতুক্‌মিলুল্ 'ইদ্দাতা-

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন চান না; যেন তোমরা দিন সংখ্যা পূর্ণ করতে পার। আর সৎপথে চালানোর

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٦﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي

অলিতুকাব্বিরুল্লা-হা 'আলা- মা-হাদা-কুম্ অলা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্। ১৮৬। অইযা-সায়ালাকা 'ইবা-দী

কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ঘোষণা করতে পার এবং শুকর করতে পার। (১৮৬) যখন বান্দারা আমার ব্যাপারে

عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

'আন্নী ফাইন্নী ক্বারীব্; উজ্বীবু দা'ওয়াতাদ্দা-'ই ইযা-দা'আ-নি ফাল্‌ইয়াস্‌তাজ্বীবূ লী

প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই রয়েছি। আমি সাড়া দেই, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায়; তাদেরও উচিত আমার ডাকে

وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ

অল্‌ইয়ু" মিনূ বী লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্‌শুদূন্। ১৮৭। উহিল্লা লাকুম্ লাইলাতাছ্ ছিয়া-মির্ রাফাছু ইলা-

সাড়া দেয়া ও আমাকে বিশ্বাস করা যেন তারা সুপথ পায়। (১৮৭) তোমাদের জন্য রোযার রাতে আপন স্ত্রী সহবাস

نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

নিসা — য়িকুম্; হুন্না লিবা-সুল্ লাকুম্ অআন্‌তুম্ লিবা-সুল্ লাহুন্; 'আলিমাল্লা-হু আন্নাকুম্

হালাল করা হল। তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন, তোমরা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮৬ ঃ এক গ্রাম্য লোক একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের পালনকর্তা কি আমাদের নিকটে, যাতে আমরা চুপি চুপি প্রার্থনা করতে পারি? নাকি দূরে যাতে আমাদেরকে চীৎকার করে প্রার্থনা করতে হবে? তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়। (বয়ানুল কোরআন)

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮৭ ঃ ইসলামের প্রথম যুগে নিদ্রা যাওয়ার পর হতে রোযা শুরু হয়ে যেত এবং তখন হতেই পানাহার ও স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি হারাম হয়ে যেত। একবার কায়েস ইবনে ছিরমা আন্‌ছারী সারাদিন পরিশ্রমের পর ইফতারের সময় ঘরে ফিরে স্ত্রীর নিকট খাবার চাইলে তিনি বললেন যে, ঘরে তো কিছুই নেই; আপনি বসুন, আমি অন্যের ঘর হতে চেয়ে আনছি, এ বলে তিনি চলে

كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْـَٔـٰنَ

কুন্তুম্ তাখ্তা-নূনা আন্ফুসাকুম্ ফাতা-বা 'আলাইকুম্ অ'আফা- 'আন্কুম্ ফাল্য়া-না
নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছ। তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হলেন এবং ক্ষমা করলেন। সুতরাং তোমরা

بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ

বা-শিরূহুন্না অব্তাগূ-মা-কাতাবাল্লা-হু লাকুম্ অকুলূ অশ্রাবূ হাত্তা- ইয়াতাবাইয়্যানা
এখন সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত বস্তু তালাস কর। রাতের কালরেখা হতে প্রভাতের সাদারেখা স্পষ্ট

لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ

লাকুমুল্ খাইত্বুল্ আব্ইয়াদ্বু মিনাল্ খাইত্বিল্ আস্ওয়াদি মিনাল্ ফাজ্রি ছুম্মা আতিম্মুছ্ ছিয়া-মা
হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার কর। তারপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণকর। মসজিদে ই'তিকাফ করা অবস্থায়

إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ

ইলাল্ লাইলি অলা-তুবা-শিরূহুন্না অআন্তুম্ 'আ-কিফূনা ফিল্ মাসা-জ্বিদ্; তিল্কা হুদূদুল্
স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করবে না। এটাই আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, সুতরাং এর নিকটেও যেয়ো না, এমনিভাবে

اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٨﴾ وَلَا

লা- হি ফালা- তাক্বরাবূহা-; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু আ-ইয়া-তিহী লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়াত্তাক্বূন। ১৮৮। অলা-
আল্লাহ স্বীয় নিদর্শনাবলী মানুষের জন্য ব্যাখ্যা করেন, যেন তারা মোত্তাকী হয়। (১৮৮) তোমরা

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

তা''কুলূ~ আম্ওয়া-লাকুম্ বাইনাকুম্ বিল্বা-ত্বিলি অতুদ্লূ বিহা~ ইলাল্ হুক্কা-মি লিতা''কুলূ
পরস্পরের সম্পত্তি গ্রাস করো না এবং অন্যায়ভাবে গ্রাস করার জন্য বিচারকের নিকট

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٩﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ২৩ ع ৬ ৭ রুকু

ফারীক্বাম্ মিন্ আম্ওয়া-লিন্ না-সি বিল্ ইছ্মি অআন্তুম তা'লামূন্।১৮৯। ইয়াস্আলূনাকা 'আনিল্
এটা উপস্থিত করো না, অথচ এ বিষয়ে তোমরা অবগত আছ। (১৮৯) লোকেরা আপনাকে নতুন

الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا

আহিল্লাহ্; ক্বুল্ হিয়া মাওয়া-ক্বীতু লিন্না-সি অল্ হাজ্ব; অলাইসাল্ বির্রু বি আন্ তা''তুল্
চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলুন ওটা সময় নির্দেশক মানুষ ও হজ্বের জন্য; ঘরের

গেলেন। এদিকে তিনি শুয়ে পড়তেই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। তখন আয়াতটি নাযিল হয়। অনুরূপ হযরত ওমর (রাঃ) নিদ্রার পর আপন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেলেন এবং ভোর বেলায় রাসূল (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনার বর্ণনা দেন। তখনই আয়াতটি নাযিল হয়। (বয়ানুল কোরআন) শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮৯ ঃ আরবদের জাহেলী ধারণা ছিল যে, ইহ্রাম বাঁধার পর ঘরের সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা মহাপাপ আর পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা পুণ্যের কাজ। উক্ত ধারণার অপনোদনে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ص

বুইয়ূতা মিন্ জুহূরিহা- অলা-কিন্নাল্ বির্‌রা মানিত্তাক্বা- অ''তুল্ বুইয়ূতা মিন্ আব্ওয়া-বিহা-
পিছন দিয়ে প্রবেশের মধ্যে পুণ্য নেই। বরং তাক্ওয়ার মধ্যে পুণ্য। ঘরের দরজা দিয়েই প্রবেশ কর, আর

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٩٠﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

অত্তাক্বুল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ১৯০। অক্বা-তিলূ ফী সাবীলিল্লা-হিল্ লাযীনা
আল্লাহকে ভয় কর, যেন কৃতকার্য হতে পার। (১৯০) তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে, তাদের

يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩١﴾ وَاقْتُلُوهُمْ

ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ অলা-তা'তাদূ; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহিব্বুল্ মু'তাদীন্। ১৯১। অক্বতুলূহুম্
বিরুদ্ধে তোমরাও যুদ্ধ কর, সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (১৯১) যেখানে পাও

حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ

হাইছু ছাক্বিফ্তুমূহুম্ অআখ্‌রিজূহুম্ মিন্ হাইছু আখ্‌রাজূকুম্ অল্ ফিত্‌নাতু আশাদ্দু মিনাল্
হত্যা কর, তাদেরকে ঐস্থান হতে বের করে দাও যেস্থান হতে তোমাদের বের করে, ফিতনা হত্যার চেয়ে মারাত্মক।

الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ

ক্বাত্লি অলা-তুক্বা-তিলূহুম্ 'ইন্দাল্ মাস্‌জিদিল্ হারা-মি হাত্তা-ইয়ুক্বা-তিলূকুম্ ফীহি'
মসজিদে হারামে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তারা হত্যা করলে,

فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩٢﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ

ফাইন্ ক্বা-তালূকুম্ ফাক্বতুলূহুম্; কাযা-লিকা জ্বাযা — উল্ কা-ফিরীন্। ১৯২। ফাইনিন্ তাহাও ফাইন্নাল্লা-হা
তোমরাও কর। এটাই কাফেরদের প্রতিফল। (১৯২) যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٣﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ط

গাফূরুর্ রাহীম্। ১৯৩। অক্বা-তিলূহুম্ হাত্তা- লা-তাকূনা ফিত্‌নাতুঁও অইয়াকূনাদ্দীনু লিল্লা-হ্;
ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৯৩) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়,

فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٤﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ

ফাইনিন্ তাহাও ফালা-'উদ্ওয়া-না ইল্লা-'আলাজ্ জোয়া-লিমীন্। ১৯৪। আশ্‌শাহ্‌রুল্ হারা-মু বিশ্‌শাহ্‌রিল্ হারা-মি
যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিম ছাড়া কারো প্রতি শত্রুতা নেই। (১৯৪) সম্মানিত মাসের বিনিময়ে সম্মানিত মাস,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯১ ঃ বর্বর যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরববাসীরা যিলকদ, যিলহজ্জ, মহররম ও রজব এ চার মাসকে সম্মানিত মনে করত এবং এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম জানত। ৬ষ্ঠ হিজরী সনে যাকে হোদায়বিয়ার সন বলা হয়' যখন মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-কে ওমরা করতে দিল না এবং পরবর্তী বছর কাজা ওমরা আদায় করার উপর পরস্পর চুক্তি সম্পাদিত হল। তখন পরবর্তী বছর যিলকদ মাসে সাহাবায়ে কেরাম সন্দিগ্ধ হলেন যে, 'আরবের মুশরিকরা যদি চুক্তিনামার অনুকূলে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না করে, তবে অনিবার্যভাবেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে আর সম্মানিত মাসে আমরা যুদ্ধ করব না, তখন অনেক বিপদই হবে।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত মাসে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে অত্র আয়াত নাযিল করেন।

وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى

অল্ হুরুমা-তু ক্বিছোয়া-ছ্; ফামানি' তাদা-'আলাইকুম্ ফা'তাদূ 'আলাইহি বিমিছ্লি মা' তাদা-

সম্মানিত বস্তুর বিনিময় কিসাস আছে। যে তোমাদের উপর জবরদস্তি করে তোমরাও তার উপর অনুরূপ

عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٥﴾ وَاَنْفِقُوْا

'আলাইকুম্ অত্তাকু্ল্লা-হা অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা মা'আল্মুত্তাক্বীন্। ১৯৫। অ

জবরদস্তি করবে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন। (১৯৫) আর

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ মোআ-১

আন্‌ফিকু্ ফী সাবীলিল্লা-হি অলা-তুল্কু্ বিআইদীকুম্ ইলাত্ তাহ্লুকাতি অআহ্সিনূ;

আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর নিজ হাতে। নিজেকে তোমরা ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٦﴾ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ

ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুহ্সিনীন্। ১৯৬। অআতিম্মুল্ হাজ্জা অল্ 'উম্রাতা লিল্লা-হ্; ফাইন্ উহ্‌ছিরতুম্

নিশ্চয় সৎকর্মশীলদের আল্লাহ ভালবাসেন। (১৯৬) আর আল্লাহ্র জন্য হজ্জ ও ওমরা পূর্ণ কর। যদি বাধাপ্রাপ্ত হও

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ

ফামাস্ তাইসারা মিনাল্ হাদ্‌য়ি অলা-তাহ্লিকু্ রূউসাকুম্ হাত্তা- ইয়াব্লুগাল্ হাদ্‌ইয়ু

তবে সহজলভ্য কোরবানী কর। কোরবানীর পশু নির্দিষ্ট স্থানে না পৌছা পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করো

مَحِلَّهٗ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ

মাহিল্লা-হ্; ফামান্ কা-না মিন্‌কুম্ মারীদ্বোয়ান্ আওবিহী ~ আযাম্ মির্ রা''সিহী ফাফিদ্‌ইয়াতুম্ মিন্

না। তোমাদের মধ্যে যে রুগ্ন অথবা যার মাথায় রোগ থাকে। তার জন্য রোযা বা ছদাকা

صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۟ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى

সিয়া-মিন্ আও ছোয়াদাক্বাতিন্ আও নুসুকিন্ ফাইযা ~ আমিন্‌তুম্ ফামান্ তামাত্তা'আ বিল্'উম্রাতি ইলাল্

অথবা কোরবানী ফিদিয়া হবে। যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন হজ্জের সঙ্গে ওমরাহও পালন

الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ

হাজ্জি ফামাস্ তাইসারা মিনাল্ হাদ্‌ই ফামাল্‌লাম্ ইয়াজ্বিদ্ ফাছিয়া-মু ছালা-ছাতি আইয়্যা-মিন্ ফিল্ হাজ্জি

করতে আগ্রহী হলে সহজলভ্য কোরবানী করবে। যে তা না পায় সে হজ্জের সময় তিন রোযা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯৫ ঃ হযরত আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমারা আপন গৃহে থেকে বিষয় সম্পত্তির দেখাশুনা করব। এ প্রসঙ্গেই অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে ধ্বংসের দ্বারা জিহাদ পরিহার করাকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসের কারণ। এজন্যই হযরত আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) সারাজীবনই জিহাদ করে শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শাহাদতবরণ করে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, পাপের জন্য আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা হতে নিরাশ হওয়াও ধ্বংসেরই নামান্তর। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম। (মাঃ কোঃ)

وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ

অসাব্'আতিন্ ইযা-রাজ্বা'তুম্; তিল্কা আশারাতুন্ কা-মিলাহ্; যা-লিকা লিমাল্ লাম্ ইয়াকুন্ আহ্লুহূ
এবং ঘরে ফিরে সাত রোযা; মোট দশটি রোযা রাখবে। এ নির্দেশ তার জন্য যার পরিবার

حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

হা-দ্বিরিল্ মাস্জিদিল্ হারা-ম্; অত্তাক্বুল্লা-হা অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা শাদীদুল্
২৪ মসজিদে হারামের নিকট বাস করে না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রেখো, আল্লাহ শাস্তি দানে

৮ ৮ রুকু

الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

'ইক্বা-ব্। ১৯৬। আল্হাজ্জু আশ্হুরুম্ মা'লূমা-তুন্ ফামান্ ফারাদ্বোয়া ফীহিন্নাল্ হাজ্জা ফালা-রাফাছা
কঠোর। (১৯৬) কয়েকটি জানা মাসে হজ্জ্ব হয়। যে এ মাসগুলোতে হজ্জ্ব করা স্থির করে তার জন্য হজ্জ্বের সময়

ওয়াকফুন্নবী (ছাঃ)

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ

অলা-ফুসূক্বা অলা-জ্বিদা-লা ফিল্ হাজ্জ্ব; অমা- তাফ্'আলূ মিন্ খাইরিঁই ইয়া'লাম্হুল্লা-হ্;
স্ত্রী-সহবাস, পাপ ও ঝগড়া-বিবাদ করা বৈধ নয়, আর তোমরা যে ভাল কাজই কর আল্লাহ তা জানেন,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ★

অতাযাওওয়াদূ ফাইন্না খাইরায্ যা-দিত্ তাক্ব্ওয়া-অত্তাক্বূনি ইয়া ~ উলিল্ আল্বা-ব্।
পাথেয় সংগ্রহ কর, তাকওয়াই সর্বোত্তম পাথেয়, হে জ্ঞানীরা! আমাকেই তোমরা ভয় কর।

﴿١٩٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ

১৯৮। লাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন্ আন্ তাব্তাগূ ফাদ্বলাম্ মির্ রব্বিকুম্; ফাইযা ~ আফাদ্বতুম্ মিন্
(১৯৮) তোমাদের রবের নিকট থেকে জীবিকা অন্বেষণ করলে কোন গুনাহ হবে না। যখন আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন

عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ج

'আরাফা-তিন্ ফায্কুরুল্লা-হা 'ইন্দাল্ মাশ্'আরিল্ হারা-ম্; অয্কুরূহু কামা-হাদা-কুম্
করবে তখন মাশয়ারুল হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করবে। যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সে মতই তাঁকে

وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٩﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

অইন্ কুন্তুম্ মিন্ ক্বাব্লিহী লামিনাদ্ব্ দ্বোয়া — ল্লীন্। ১৯৯। ছুম্মা আফীদ্বূ মিন্ হাইছু আফা-দ্বোয়ান্
স্মরণ করবে, যদিও তোমরা ইতোপূর্বে বিভ্রান্ত ছিলে। (১৯৯) তারপর মানুষ যেখান হতে ফিরে তোমরাও সেখান হতে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯৮ ঃ ওক্বায, যুল্ মজ্বিন্না এবং যুল্ মজায এ তিনটি বাজারই মক্কায় ছিল, কিন্তু হজ্জ্বের সময় লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করা গুনাহ্ মনে করত বিধায় এটা বৈধ বলে অনুমতি প্রদানপূর্বক অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯৯ ঃ আরবের অধিবাসীরা আরাফাতের ময়দানে ওকুফ করত, কিন্তু কুরাইশরা নিজেদেরকে বড় মনে করে কিছু দূরে মুযদালেফা নামক স্থানে অবস্থান করত এবং সে স্থান হতেই মক্কায় ফিরে আসত। কুরাইশদের এ অহমিকামূলক কর্ম নিষেধার্থে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

النَّاسَ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ

না-সু অস্‌তাগ্‌ফিরুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম্ । ২০০ । ফাইযা-ক্বাদ্বোয়াইতুম্

ফিরে আস । আর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর । অবশ্যই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালূ । (২০০) আর যখন হজ্জ্ব

مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۭ

মানা-সিকাকুম্ ফায্‌কুরুল্লা-হা কাযিক্‌রিকুম্ আ-বা — আকুম্ আও আশাদ্দা যিক্‌রা-;

অনুষ্ঠান সমাধা কর, তখন বাপ-দাদাকে যেরূপ স্মরণ করতে সেরূপ বা ততোধিক আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর বরং

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ

ফামিনান্না-সি মাইঁইয়াক্বূলু রব্বানা ~ আ-তিনা- ফিদ্ দুন্‌ইয়া-অমা-লাহূ ফিল্ আ-খিরাতি মিন্

তার চেয়েও অধিক তবে মানুষের মধ্যে যারা বলে, "হে রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেই দাও," এদের জন্য পরকালে

خَلَاقٍ ﴿٢٠١﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ

খালা-ক্ব্ । ২০১ । অমিন্‌হুম্ মাইঁইয়াক্বূ লু রব্বানা ~ আ-তিনা-ফিদ্ দুন্‌ইয়া-হাসানাতাওঁ অফিল্ আ-খিরাতি

কোন অংশ নেই । (২০১) আর যারা বলে, হে রব! দুনিয়াতে আমাদের জন্য কল্যাণ কর এবং পরকালেও

حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٢﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۭ وَاللّٰهُ

হাসানাতাওঁ অক্বিনা-'আযা-বান্‌না-র । ২০২ । উলা — য়িকা লাহুম্ নাছীবুম্ মিম্মা- কাসাবূ; অল্লা-হু

কল্যাণ দাও, আর দোযখের শাস্তি হতে বাঁচাও । (২০২) এদের জন্যই কাজের প্রাপ্য আছে । আল্লাহ তো

অর্ধাংশ

سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٣﴾ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ تَعَجَّلَ

সারী'উল্ হিসা-ব্ । ২০৩ । অয্‌কুরুল্লা-হা ফী~ আইয়্যা-মিম্ মা'দূদা-ত্; ফামান্ তা'আজ্জ্বালা

হিসাবে অত্যন্ত তৎপর । (২০৩) নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, তবে যদি তাড়াতাড়ি, কেউ

فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۭ

ফী ইয়াওমাইনি ফালা~ ইছ্‌মা 'আলাইহি' অমান্ তায়াখ্‌খারা ফালা~ ইছ্‌মা 'আলাইহি লিমানিত্ তাক্বা-;

দু'দিনে, কেউ দেরীতে সম্পন্ন করে আসে, তবে কোন পাপ নেই । এটা মুত্তাকীর জন্য । আল্লাহ্‌কে

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٤﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ

অত্তাক্বুল্লা-হা অ'লামূ ~ আন্নাকুম্ ইলাইহি তুহ্‌শারূন্ । ২০৪ । অমিনান্না-সি মাইঁ ইয়ু' জ্বিবুকা

ভয় কর । জেনে রাখ যে, তাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে । (২০৪) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যার

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২০০ ঃ আরবের অধিবাসীরা বর্বর যুগের ন্যায় হজ্জ্ব সমাপণের পর পাথর নিক্ষেপ করার স্থানে সমবেত হয়ে নিজেদের বাপ-দাদার কৃতিত্ব বর্ণনা করতে থাকে, এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয় ।

আয়াত-২০১ ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে । ১. কাফের– এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে–দুনিয়া । ২. মু'মিন– আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসে অটল । এরা পার্থিব কল্যাণের সাথে সাথে আখেরাতের কল্যাণও সমভাবে কামনা করে । উল্লেখ্য যে, মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তাআ'লা এমন এক দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যাতে মানুষের ইহ-পরকালীন সমস্ত

قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ *

ক্বাওলুহূ ফিল্ হাইয়া-তিদ্‌দুন্‌ইয়া-অইয়ুশ্‌হিদুল্লা-হা 'আলা-মা-ফী ক্বাল্‌বিহী অহুওয়া আলাদ্দুল্ খি-ছোয়াম্।
পার্থিব কথা আপনাকে মোহিত করে, সে অন্তরের বিষয়ে আল্লাহকে স্বাক্ষী রাখে, মূলতঃ সে মহা বিরোধী।

﴿٢٠٤﴾ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ

২০৫। অইযা-তাওয়াল্লা-সা'আ-ফিল্ আরদ্বি লিইয়ুফ্‌সিদা ফীহা-অইয়ুহ্‌লিকাল্ হার্‌ছা অন্নাস্‌লা
(২০৫) যখন সে প্রস্থান করে তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় এবং শস্য-ক্ষেত ও জীব-বংশ ধ্বংসের চেষ্টা

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ

অল্লা-হু লা-ইয়ুহিব্বুল্ ফাসা-দ্। ২০৬। অইযা-ক্বীলা লাহুত্তাক্বি ল্লা-হা আখাযাত্ হুল্ 'ইয্‌যাতু
করে, আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না। (২০৬) যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর, তখন অহঙ্কার তাকে পাপে

بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ

বিল্‌ইছ্‌মি ফাহাস্‌বুহূ জ্বাহান্নাম্; অলাবি''সাল্ মিহা-দ্। ২০৭। অমিনান্না-সি মাইঁইয়াশ্‌রী
উদ্বুদ্ধ করে; জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট, এটা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান। (২০৭) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্‌র

نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

নাফ্‌সাহুব্‌তিগা — য়া মার্‌দ্বোয়া-তিল্লা-হ্; অল্লা-হু রাউফুম্ বিল্'ইবা-দ। ২০৮। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুদ্
সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজেকে বিক্রয় করে। আল্লাহ বান্দাহদের ব্যাপারে বড়ই করুণাময়। (২০৮) হে মু'মিনরা! পরিপূর্ণভাবে

ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ

খুলূ-ফিস্ সিল্‌মি কা — ফ্‌ফাহ্; অলা-তাত্তাবি'উ খুত্বু্ওয়া-তিশ্ শাইত্বোয়া-ন্; ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুউয়্যু'ম্
ইসলামে প্রবেশ কর, আর শয়তানের পাদাংক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য

مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ

মুবীন্। ২০৯। ফাইন্ যালাল্‌তুম্ মিম্ বা'দি মা-জ্বা — আত্‌কুমুল্ বাইয়্যিনা-তু ফা'লামূ~ আন্নাল লা-হা
শত্রু। (২০৯) স্পষ্ট নিদর্শন আসবার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

'আযীযুন্ হাকীম্। ২১০। হাল্ ইয়ান্‌জুরূনা ইল্লা~ আইঁ ইয়া''তিয়াহুমুল্লা-হু ফী জুলালিম্ মিনাল্ গামা-মি
মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। (২১০) তারা কেবল প্রতীক্ষা করছে যে, মেঘের ছায়ায় আল্লাহ ও ফেরেশতারা তাদের কাছে আসুক,

কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দোয়ার শেষাংশে জাহান্নাম হতে মুক্তির আবেদন রয়েছে। মহানবী (ছঃ) এ দোয়াটি বেশি বেশি করতেন। কতিপয় অজ্ঞ দরবেশ পার্থিব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে না, তারা কেবল আখেরাতের কল্যাণ কামানায় দোয়াকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। অথচ এটি আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)-এর সুন্নাতের পরিপন্থি। (মাঃ কোঃ)

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২০৮ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ছালাম, ছা'লবা ইবনে এয়ামীন, আছাদ প্রমুখ ইহুদী হতে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু পুরাতন ধারণার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট বললেন, আমরা ইহুদী থাকা অবস্থায় শনিবারের দিনকে সম্মান করতাম,

وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١١﴾ سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ২৫ ع ১৪

অল্‌মালা — য়িকাতু অক্বুদ্বিয়াল্ আম্‌রু; অইলাল্লা-হি তুর্‌জ্বা'উল্ উমূর্। ২১১। সাল্ বানী~ ইস্‌রা — ঈলা ৯

আর সবকিছুর নিষ্পত্তি হোক। সকল ব্যাপারই আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তিত। (২১১) আপনি জিজ্ঞেস করুন বনী ইসরাঈলকে, রুকু

كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ ۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ ۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ

কাম্ আ-তাইনা-হুম্ মিন্ আ-ইয়াতিম্ বাইয়্যিনা-হ্; অমাইঁ ইয়ুবাদ্দিল নি'মাতাল্লা-হি মিম্ বা'দি মা-জ্বা — আত্‌হু

আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আসবার পর যদি কেউ এটা বদল করে,

فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٢﴾ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ

ফাইন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ২১২। যুইয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারুল্ হাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া-অ ওয়াকফে লাযেম

তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে বড়ই কঠোর। (২১২) কাফেরদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে এবং

يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ

ইয়াস্‌খারূনা মিনাল্ লাযীনা আ-মানূ। অল্লাযীনাত্ তাক্বাও ফাওক্বাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; অল্লা-হু

তারা ঈমানদারদেরকে উপহাস করে। কিন্তু তাক্‌ওয়ার অধিকারীরা পরকালে তাদের উর্ধ্বে থাকবে। আর আল্লাহ

يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٣﴾ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ فَبَعَثَ اللّٰهُ

ইয়ার্‌যুক্বু মাইঁ ইয়াশা — উ বিগাইরি হিসা-ব্। ২১৩। কা-নান্না-সু উম্মাতাওঁ ওয়া-হিদাতান্ ফাবা'আছাল্লা-হুন্

যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (২১৩) সকল মানুষ একই দলভুক্ত ছিল, তারপর আল্লাহ

النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ

নাবিয়্যীনা মুবাশ্‌শিরীনা অমুন্‌যিরীনা অআন্‌যালা মা'আহুমুল্ কিতা-বা বিল্‌হাক্বক্বি লিইয়াহ্‌কুমা বাইনান্

নবীদেরকে প্রেরণ করলেন সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে, আর সাথে সত্য কিতাবও দিলেন, যেন মতভেদযুক্ত

النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ ۢ بَعْدِ

না-সি ফীমাখ্‌তালাফূ ফীহ্; অমাখ্‌তালাফা ফীহি ইল্লাল্লাযীনা উতূহু মিম্ বা'দি

বিষয়গুলোর মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতবিরোধ করেনি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী

مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا

মা-জ্বা — আত্ হুমুল্ বাইয়্যিনা-তু বাগ্‌ইয়াম্ বাইনাহুম্ ফাহাদাল্লা-হুল্ লাযী-না আ-মানূ লিমাখ্‌তালাফূ

আসার পর। শুধুমাত্র কিতাবধারীরা নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষবশতঃ এটাতে মতভেদ করেছিল, আল্লাহ মু'মিনদেরকে

এখন মুসলমান হওয়ার পরও আমাদেরকে শনিবার দিনকে সম্মান করার অনুমতি দিন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (বয়ানুল কোরআন) শানেনুযূল ঃ আয়াত-২১২ ঃ আরবের মুশরিকরা দুঃস্থ গরীব সাহাবাদের, যথা- হযরত বেলাল (রাঃ) এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছির প্রমুখকে দেখে বিদ্রূপ করত এবং এ বলতো যে, মুহাম্মদ কি কেবল এ সমস্ত লোকের অনুগামীত্বেই গর্বিত? তাঁর ধর্ম সত্য হলে, ধনবানরাই তাঁর অনুগামী হত। এই গরীবদের অনুগামীত্বে তাঁর কি কাজই চলতে পারে? তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয়।

فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٤﴾ أَمْ

ফীহি মিনাল্ হাক্ব্ক্বি বিইয্নিহ্; অল্লা-হু ইয়াহ্দী মাই ইয়াশা — উ ইলা-ছিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ২১৪। আম্
স্বীয় ইচ্ছায় মতভেদযুক্ত বিষয়ে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরিচালিত করেন সরল পথে। (২১৪) তোমরা

حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ

হাসিব্তুম্ আন্ তাদ্খুলুল্ জান্নাতা অলাম্মা- ইয়া''তিকুম্ মাছালুল্লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাব্লিকুম্;
কি বেহেশ্তে যাবে বলে ধারণা কর, যদিও এখনও তোমাদের অবস্থা তাদের মত হয়নি যারা গত হয়েছে তোমাদের পূর্বে।

مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ

মাস্সাত্হুমুল্বা''সা — উ অদ্দ্বোয়ার্ রা — উ অযুল্যিলূ হাত্তা-ইয়াকূ্লার্ রাসূলু অল্লাযীনা
তাদের উপর বিপদ-আপদ আপতিত হয়েছিল এবং তারা এমন বিচলিত হল যে, রাসূল ও তাঁর সঙ্গী

آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٥﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا

আ-মানূ মা'আহূ মাতা- নাছ্রুল্লা-হ্; আলা~ ইন্না নাছ্রাল্লা-হি ক্বারীব্। ২১৫। ইয়াস্আলূনাকা মা-যা-
মু'মিনরা বলেছিল, "আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে?" ওহে! আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী। (২১৫) তারা তোমার নিকট জিজ্ঞেস

يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

ইয়ুন্ফিক্বূন; ক্বুল্ মা~ আন্ফাক্ব্তুম্ মিন্ খাইরিন্ ফালিল্ওয়া-লিদাইনি অল্ আক্ব্রাবীনা অল্ ইয়াতা-মা-
করে, কি ব্যয় করবে, আপনি বলুন, তোমরা উত্তম যা কিছু দান কর, তা হবে তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন,

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

অল্ মাসা-কীনি অব্নিস্ সাবীল্; অমা-তাফ্'আলূ মিন্ খাইরিন্ ফাইন্নাল্লা-হা বিহী'আলীম্।
ইয়াতীম, মিছকীন এবং পথচারীদের জন্য। তোমরা যেই ভাল কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।

﴿٢١٦﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا

২১৬। কুতিবা 'আলাইকুমুল্ ক্বিতা-লু অহুওয়া কুর্হুল্লাকুম্ অ'আসা~ আন্ তাক্রাহূ শাইআওঁ
(২১৬) তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হল, যদিও এটা তোমাদের কাছে অপ্রিয়, সম্ভবতঃ তোমরা যা খারাপ মনে কর,

وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ

অহুওয়া খাইরুল্লাকুম্ অ'আসা~ আন্ তুহিব্বূ শাইআওঁ অহুওয়া শার্রুল্লাকুম্; অল্লা-হু ইয়া'লামু অআন্তুম্
তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর যা তোমরা ভাল মনে কর তা-ই তাদের জন্য অকল্যাণকর আল্লাহ্ই জানেন কিন্তু

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২১৪ ঃ হযরত আতা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন সাহাবাদের অনেক ক্লেশ হল, মালামাল, ধন-সম্পদ ও বাগান ইত্যাদি সমস্ত কিছুই মক্কাতে মুশরিকরা করায়ত্তে নিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সান্ত্বনা দানের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। আয়াত-২১৫ ঃ হযরত আমর ইবনে জমুহ্ যিনি জঙ্গে ওহুদে শহীদ হয়েছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা আল্লাহর রাস্তায় কোন প্রকারের বস্তু খরচ করতে পারি? তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়।

২৬ ع ৬ ১০ রুকু

لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ

লা-তা'লামূন্। ২১৭। ইয়াস্আলূ-নাকা 'আনিশ্ শাহ্ রিল্ হারা-মি ক্বিতা-লিন্ ফীহ্; ক্বুল্ ক্বিতা-লুন্ ফীহি
তোমরা জান না। (২১৭) হারাম মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে আপনাকে তারা প্রশ্ন করে, বলুন, তাতে যুদ্ধ করা

كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ

কাবীর্; অছোয়াদ্দুন্ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি অকুফ্রুম্ বিহী অল্মাস্জ্বিদিল্ হারা-মি অইখ্রা-জু
অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান, তাঁকে অস্বীকার করা, মসজিদে হারামে বাধা দান এবং বাসিন্দাকে

أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ

আহ্লিহী মিন্হু আক্বারু 'ইন্দাল্লা-হি অল্ফিত্নাতু আক্বারু মিনাল্ ক্বাত্ল্; অলা-ইয়াযা-লূনা
এটা হতে বের করা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক অন্যায়। ফিতনা হত্যা হতেও মারাত্মক। তারা যে

يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ

ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ হাত্তা- ইয়ারুদ্দূকুম্ 'আন্ দীনিকুম্ ইনিস্তাত্বোয়া-'উ; অমাইঁ
পর্যন্ত তোমাদেরকে দ্বীন হতে ফিরাতে না পারে সাধ্যানুসারে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে।

يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

ইয়ার্তাদিদ্ মিন্কুম্ 'আন্ দীনিহী ফাইয়ামুত্ অহুওয়া কা-ফিরুন্ ফাউলা — য়িকা হাবিত্বোয়াত্ আ'মা-লুহুম্
তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন ত্যাগ করবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের ব্যর্থ হয়ে যাবে

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ

ফিদ্দুন্ইয়া অল্ আ-খিরাহ্; অউলা — য়িকা আছ্হা-বুন্না-রি হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্। ২১৮। ইন্নাল
ইহ-পরকালের সমুদয় কার্য; এরাই দোযখবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২১৮) যারা

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

লাযীনা আ-মানূ অল্লাযীনা হা-জ্বারূ অজা-হাদূ ফী সাবীলিল্লা-হি উলা — য়িকা
ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে; তারাই আল্লাহর

يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ

ইয়ার্জূ্না রাহ্মাতাল্লা-হ্; অল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীম্। ২১৯। ইয়াস্ আলূনাকা 'আনিল্ খামরি অল্মাইসির্;
করুণার প্রত্যাশা করে, আল্লাহ ক্ষমাশীল-দয়ালু। (২১৯) মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২১৭ ঃ জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে একটি সেনাদল কাফেরদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। সাহাবারা ইবনে খজরমীকে হত্যা করেছিলেন। তখন ১লা রজব না ৩০ শে জমাদিউছ্ছানী তার কোন তত্ত্ব তাদের নিকট ছিল না। কিন্তু মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বলল যে তোমরা কি মাহে হারাম বা সম্মানিত মাসের প্রতিও কোন লক্ষ্য না রেখে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হলে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াত-২১৮ ঃ অত্র আয়াত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে তাঁরা বলছিল যে, মাহে হারামে যুদ্ধ করার কারণে আমরা গুনাহ্গার সাব্যস্ত না হলেও অন্ততঃপক্ষে আমরা এ জিহাদের ছওয়াব হতে বঞ্চিত থাকব। তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَ

ক্বূল্ ফীহিমা~ ইছ্মুন্ ক্বাবীরাওঁ অমানা-ফি'উ লিন্না-সি অইছ্মুহুমা~ আক্বারু মিন্ নাফ্'ইহিমা-; অ
বলুন, দুটোতেই মানুষের জন্য পাপ ও উপকার আছে। তবে পাপ উপকার অপেক্ষা বেশি। তারা এটাও জিজ্ঞেস

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ

ইয়াস্আলূনাকা মা-যা-ইয়ুন্ফিক্বূ-ন্; ক্বূলিল্ 'আফ্ওয়া-কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি
করে কি ব্যয় করবে, বলুন, যা উদ্বৃত্ত আছে তাই। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন যেন তোমরা

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ

লা'আল্লাকুম্ তাতাফাক্কারূন্। ২২০। ফিদ্দুইয়া-অল্আ-খিরাহ্; অইয়াস্আলূনাকা 'আনিল্ ইয়াতা-মা-;
ভেবে দেখ। (২২০) তারা আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাত ও ইয়াতীম সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, তাদের ব্যবস্থা

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ

ক্বূল্ ইছ্লা-হুল্ লাহুম্ খাইর্; অইন্ তুখা-লিত্বূ হুম্ ফাইখ্ওয়া-নুকুম্; অল্লা-হু ইয়া'লামুল্ মুফ্সিদা
করা উত্তম। যদি তাদেরকে মিশিয়ে লও, তবে মনে কর তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ্ জানেন কে অনিষ্টকারী, আর কে

مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢١﴾ وَلَا

মিনাল্ মুছ্লিহ্; অলাও শা — আল্লা-হু লাআ'নাতাকুম্; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ হাকীম্। ২২১। অলা-
হিতকারী; আল্লাহ্ চাইলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। (২২১) মুশরিক

تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ

তান্কিহুল্ মুশ্রিকা-তি হাত্তা-ইয়ু''মিন্; অলাআমাতুম্ মু''মিনাতুন্ খাইরুম্ মিম্ মুশ্রিকাতিওঁ
নারীদের বিবাহ করো না, ঈমান না আনা পর্যন্ত। মু'মিন দাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তোমাদের কাছে

وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ

অলাও আ'জ্বাবাত্কুম্ অলাতুন্কিহুল্ মুশ্রিকীনা হাত্তা-ইয়ু''মিনু; অ লা'আব্দুম্ মু''মিনুন্
তারা মনোহারিণী হয় তোমরা বিবাহ দিও না মুশরিকদের কাছে ঈমান না আনা পর্যন্ত। মু'মিন দাস

خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ

খাইরুম্ মিম্ মুশ্রিকিওঁ অলাও 'আজ্বাবাকুম্; উলা — য়িকা ইয়াদ্'উনা ইলান্না-রি অল্লা-হু
মুশরিক থেকে উত্তম, যদিও সে তোমাদের মনপূত হয়। তারা তো দোযখের দিকে ডাকে। আর আল্লাহ্

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২১৯ ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মু'আয্ ইব্নে জবল (রাঃ) এবং আনসারের এক দল লোক রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছঃ)! মদ্যপানে তো জ্ঞান লোপ পেতে থাকে এবং জুয়ায় সম্পদ ধ্বংস হয়; অতএব এ সম্বন্ধে আমরা কি করব, তার আদেশ দেন। তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াত-২২০ ঃ এতীমের মাল খাওয়া হতে যখন কঠোরভাবে বাধা দেয়া হয়, তখন যারা তাদের লালন-পালন আর দেখাশুনা করত তারা ভীত হল, আর এতীমদের খাওয়া-দাওয়া সমস্ত কিছুই পৃথক করে দিল। এতে অনেক অসুবিধা ও বহু অপচয় হত। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

يَدْعُوٓا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

ইয়াদ্'ঊ ইলাল্ জ্বান্নাতি অল্‌মাগ্‌ফিরাতি বিইয্‌নিহী অইয়ুবাইয়্যিনু আ-ইয়া-তিহী লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্

স্বেচ্ছায় তোমাদেরকে ক্ষমা ও বেহেশতের প্রতি ডাকেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় আয়াত বর্ণনা করেন, যেন তারা ২৭

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢٢﴾ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا ع ৫ ১১

ইয়াতাযাক্‌কারূন্। ২২২। অইয়াস্‌আলূনাকা 'আনিল্ মাহীদ্ব্; ক্বুল্ হুওয়া আযান্ ফা'তাযিলুন রুকু

উপদেশ গ্রহণ করে। (২২২) তারা আপনাকে হায়েয সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলুন, "তা অশুচি।" তাই হায়েযের সময়

النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

নিসা —আ ফিল্ মাহীদ্বি অলা-তাক্ব্‌রাবূহুন্না হাত্তা-ইয়াত্ব্‌হুর্‌না ফাইযা-তাত্বোয়াহ্‌হার্‌না

তোমরা স্ত্রী হতে দূরে থাক। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত নিকটে যাবে না। যখন উত্তমরূপে পবিত্র হবে তখন আল্লাহ্‌র

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ

ফা''তূ হুন্না মিন্ হাইছু আমারাকুমুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুত্ তাওয়া-বীনা অইয়ুহিব্বুল্

নির্দেশ অনুসারে তোমরা তাদের নিকট যাও। আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও

الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٣﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ

মুতাত্বোয়াহ্‌হিরীন্। ২২৩। নিসা —উ কুম্ হারছুল্লাকুম্ ফা''তূ হার্‌ছাকুম্ আন্না-শি''তুম্

ভালবাসেন। (২২৩) তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র, তোমাদের ক্ষেতে ইচ্ছামত যেতে পার, নিজেদের জন্য

وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ

অক্বাদ্দিমূ লিআন্‌ফুসিকুম্; অত্তাক্বুল্লা-হা অ'লামূ ~ আন্নাকুম্ মুলা-ক্বূহ্; অবাশ্‌শিরিল্

আগেই কিছু ব্যবস্থা করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর জেনে রাখ, তাঁর সামনে তোমাদেরকে যেতে হবে; মু'মিনদেরকে

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٤﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَ

মু''মিনীন্। ২২৪। অলা-তাজ্‌'আলুল্লা-হা 'উরদ্বোয়াতাল লিআইমা-নিকুম্ আন্ তাবার্‌রূ অতাত্তাক্বূ অ

সু-সংবাদ দাও। (২২৪) শপথের জন্য আল্লাহ্‌র নামকে লক্ষ্যবস্তু করো না পরহেজগারী এবং মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপন হতে

تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِىٓ

তুছ্‌লিহূ বাইনান্না-স্; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ২২৫। লা-ইয়ুআ-খিযুকুমুল্লা-হু বিল্লাগ্‌ওয়ি ফী ~

বিরত থাকার জন্য। আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন। (২২৫) আল্লাহ অযথা কসমের জন্য তোমাদেরকে ধরবেন না

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২২২ ঃ ইহুদীরা নিজ স্ত্রীদের হতে ঋতুস্রাবকালে সম্পূর্ণ পৃথক থাকত, এমনকি তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা বলা এবং উঠা-বসা হতেও বিরত থাকত। আর খৃষ্টানরা ছিল বিপরীত, সে অবস্থায় তারা সঙ্গম পর্যন্ত করত। একদা ছাবেত ইবনে দাহ্‌দাহ্ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ঋতুস্রাবের সময় আমরা স্ত্রীদের সাথে কিরূপ আচরণ করব, ইসলামী নীতি অনুসারে আমাদেরকে অবহিত করুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াত-২২৩ ঃ ইহুদীরা বলছিল যে, যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে এরূপে সঙ্গম করে যে, স্ত্রীর পৃষ্ঠ পুরুষের সম্মুখভাগে থাকে, তবে সন্তান বক্র চোখা জন্ম হয়। একদা হযরত ওমর (রাঃ), হযরত (ছঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে এ আয়াত নাযিল হয়।

أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ

আইমা-নিকুম্ অলা-কিইঁ ইয়ুআ-খিযুকুম্ বিমা-কাসাবাত্ ক্বূলূবুকুম্; অল্লা-হু গাফূরুন্

বরং তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য ধরবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল,

حَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُو

হালীম্। ২২৬। লিল্লাযীনা ইয়ু''লূনা মিন্ নিসা — য়িহিম্ তারাব্বুছু আর্বা'আতি আশ্হুরিন্ ফাইন্ ফা — উ

ধৈর্যশীল। (২২৬) যারা স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার শপথ করে, তাদের চারমাস অবকাশ আছে, অতঃপর যদি মিলে যায়,

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *

ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম। ২২৭। অইন্ 'আযামুত্বোয়ালা-ক্বা ফাইন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম্।

তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (২২৭) আর যদি তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়, তবে আল্লাহ শুনেন, জানেন।

﴿٢٢٨﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن

২২৮। অল্মুত্বোয়াল্লাক্বা-তু ইয়াতারাব্বাছ্না বিআন্ফুসিহিন্না ছালা-ছাতা ক্বুরূ — য়িন্; অলা-ইয়াহিল্লু লাহুন্না আইঁ

(২২৮) তালাক প্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তাদের জন্য বৈধ নয় গোপন

يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

ইয়াক্তুম্না মা-খালাক্বাল্লা-হু ফী ~ আরহা-মিহিন্না ইন্ কুন্না ইউ''মিন্না বিল্লা-হি অল্ইয়াওমিল্ আ-খির্;

করা যা আল্লাহ তাদের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন, যদি তারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়। যদি তারা মীমাংসা

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ

অবু'উলাতুহুন্না আহাক্কু বিরাদ্দিহিন্না ফী যা-লিকা ইন্ আরাদূ ~ ইছ্লা-হা-; অলাহুন্না মিছ্লুল্

করতে চায় তবে ঐ সময়ে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর আছে। নারীদের তেমনি ন্যায্য অধিকার আছে

الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

লাযী 'আলাইহিন্না বিল্ মা'রূফি অলির্রিজা-লি 'আলাইহিন্না দারাজ্বাহ্; অল্লা-হু'আযীযুন্

২৮ যেমন আছে তাদের উপর স্বামীদের, তবে নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত,

ع ৭ ১২ রুকু

حَكِيمٌ ﴿٢٢٩﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

হাকীম্। ২২৯। আত্বোয়ালা-ক্বু মার্রাতা-নি ফাইম্সা-কুম্ বিমা'রূফিন্ আও তাস্রীহুম্ বিইহ্সা-ন্;

মহাজ্ঞানী। (২২৯) তালাক দুবার। তারপর হয় বিধিমত স্ত্রীকে রাখবে অথবা সদ্ভাবে বিদায় করবে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২২৮ ঃ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর যুগেই আমি তালাক প্রাপ্তা হই, তখন তালাকের কোন ইদ্দত ছিল না, তাই এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াত-২২৯ ঃ ইসলামের প্রথমাবস্থায় লোকেরা স্ত্রীদেরকে অসংখ্য তালাক দিত ও তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য যখন ইদ্দত পূর্ণ হয়ে আসত তখন শীঘ্রই ফিরিয়ে আনত; এভাবে স্ত্রীদের সঙ্গে না স্বামীওয়ালা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করা হত, না তারা পতিহীনা নারীর ন্যায় স্বাধীন হত যে, যেখানে ইচ্ছা বিবাহ করে নেবে। জনৈকা রমণী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এ অভিযোগ করলে তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর গোচরীভূত করলেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا

অলা-ইয়াহিল্লু লাকুম্ আন্ তা''খুযূ মিম্মা- আ-তাইতুমূহুন্না শাইয়ান্ ইল্লা~ আইঁ ইয়াখা-ফা~ আল্লা-

তাদেরকে যা দিয়েছ তা হতে কিছু ফেরত নেয়া বৈধ নয়। তবে যদি দুজনই আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমা রক্ষা

يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا

ইয়ুক্বীমা- হুদূদা ল্লা-হ্; ফাইন্ খিফ্তুম্ আল্লা-ইয়ুক্বীমা-হুদূদাল্লা-হি ফালা-জু্না-হা 'আলাইহিমা-ফীমাফ্

করতে পারবে না, আর তোমরাও ভয় কর যে, তারা আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে না, তবে স্ত্রী কিছুর বিনিময়ে মুক্ত

افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ

তাদাত্ বিহ্; তিল্কা হুদূদাল্লা-হি ফালা- তা'তাদূহা-অমাইঁ ইয়াতা'আদ্দা হুদূদাল্লা-হি

হলে কারো কোন পাপ হবে না, এটা আল্লাহ্র সীমা, সুতরাং তা লংঘন করো না। যারা আল্লাহ্র সীমা লংঘন

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ

ফাউলা — য়িকা হুমুজ্জোয়া-লিমূন। ২৩০। ফাইন ত্বোয়াল্লাক্বাহা-ফালা- তাহিল্লু লাহূ মিম্ বা'দু হাত্তা-তান্কিহা

করে তারাই জালিম। (২৩০) তারপর যদি সে তাকে তৃতীয়বার তালাক দেয়, অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহ না হওয়া

زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ

যাওজ্বান্ গাইরাহ্; ফাইন্ ত্বোয়াল্লাক্বাহা-ফালা- জুনা-হা 'আলাইহিমা~ আইঁ ইয়া তারা-জ্বা'আ~ ইন্ জোয়ান্না~ আইঁ

পর্যন্ত স্বামী তার জন্য হালাল নয়, পরে যদি তালাক দেয় এবং উভয়ে আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করে

يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣١﴾ وَاِذَا

ইয়ুক্বীমা-হুদূদাল্লা-হ্; অতিল্কা হুদূদুল্লা-হি ইয়ুবাইয়্যিনুহা-লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন্। ২৩১। অইযা-

তবে প্রত্যাবর্তনে কোন পাপ নেই। এটাই আল্লাহ্র সীমা, যা জ্ঞানীদের জন্য বর্ণনা করেন। (২৩১) আর যখন

طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ

ত্বোয়াল্লাক্ব্তুমুন নিসা — য়া ফাবালাগ্না আজ্বালাহুন্না ফাআম্সিকূহুন্না বিমা'রূফিন্ আওসার্রিহূ হুন্না

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে এবং তারা ইদ্দত পূর্ণ করে; তখন হয় তাদেরকে বিধিমত রাখ, না হয়

بِمَعْرُوْفٍ ۠ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ

বিমা'রূফিন্ অলা- তুম্সিকূহুন্না দ্বিরা-রাল্ লিতা'তাদূ অমাইঁ ইয়াফ্আল্ যা-লিকা ফাক্বাদ্

সদ্ভাবে বিদায় দাও, জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক রেখো না। যে এরূপ করে সে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৩১ঃ ১. ছাবেত ইবনে ইয়াছির স্বীয় স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে ইদ্দত পার হওয়ার তিন দিন পূর্বে তাকে পুনরায় গ্রহণ করে নেয়, অতঃপর দ্বিতীয় তালাক দিয়ে এবং পুনরায় ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার তিন দিন পূর্বে আবার গ্রহণ করলেন এবং অপর তালাক দিয়ে দিলেন, তিন মাস পর্যন্ত এইরূপ করলেন যার ফলে তার স্ত্রী অনেক হয়রানীর শিকার হল। তখন এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত করনার্থে অত্র আয়াতটি নাযিল হয়। ২. হযরত আবুদ দরদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কতিপয় লোক স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে বলত যে, 'আমরা এটা অনর্থক করেছিলাম, আমাদের উদ্দেশ্য তালাক দেয়া ছিল না বরং ক্রীড়া কৌতুক হিসেবেই করেছিলাম, এমনিভাবে গোলাম আজাদ করেও বলত যে,' আমরা তো কেবল কৌতুক করেছিলাম।' তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয়।

ظلم نفسه ۚ ولا تتخذوا ءايت الله هزوا ۚ واذكروا نعمت الله

জোয়ালামা নাফ্স্াহ্; অলা-তাত্তাখিযূ ~ আ-ইয়া-তিল্লা-হি হুযুওয়াওঁ অয্কুরূ নি'মাতাল্লা -হি
নিজের প্রতি জুলুম করে আল্লাহর আয়াতকে হাসি-তামাশার বস্তু করো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত,

عليكم وما أنزل عليكم من الكتب والحكمة يعظكم به ۚ

'আলাইকুম্ অমা ~ আন্যালা 'আলাইকুম্ মিনাল্ কিতা-বি অল্হিক্মাতি ইয়া'ইজুকুম্ বিহ্;
নাযিল করা কিতাব ও হিকমত, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, স্মরণ কর,

তৃতীয় চতুর্থাংশ

২৯ ع ৩ ১৩ রুকু

واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم ﴿٢٣١﴾ وإذا طلقتم

অত্তাকু্ল্লা-হা অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ২৩২। অইযা-ত্বোয়াললাকু্তুমুন্
আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানী। (২৩২) যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও

النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن إذا

নিসা — আ ফাবালাগ্না আজ্বালাহুন্না ফালা-তা'দ্বুলূহুন্না আইঁ ইয়ান্কিহ্না আয্ওয়া-জ্বাহুন্না ইযা-
আর তারা ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তাদেরকে নিজেদের স্বামী গ্রহণ করতে বাধা দিও না, যখন তারা

تراضوا بينهم بالمعروف ۗ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن

তারাদ্বোয়াও বাইনাহুম্ বিল্মা'রূফ; যা-লিকা ইয়ূ'আজু বিহী মান্ কা-না মিন্কুম্ ইয়ু''মিনু
বৈধভাবে আপোসে সম্মত হয়। এর মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে

بالله واليوم الأخر ۗ ذلكم أزكى لكم وأطهر ۗ والله يعلم و

বিল্লা-হি অল্ ইয়াওমিল্ আ-খির্; যা-লিকুম্ আয্কা-লাকুম্ ওয়াআত্ব্হার্; অল্লা-হু ইয়া'লামু অ
তাকে উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্রতম। আল্লাহ্ই জানেন,

أنتم لا تعلمون ﴿٢٣٢﴾ والولدت يرضعن أولدهن حولين كاملين

আন্তুম্ লা-তা'লামূন্। ২৩৩। অল্ওয়া-লিদা-তু ইয়ুরদ্বি'না আওলা-দাহুন্না হাওলাইনি কা-মিলাইনি
তোমরা জান না। (২৩৩) মায়েরা আপন সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বছর দুধপান করাবে;

لمن أراد أن يتم الرضاعة ۚ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن

লিমান্ আরা-দা আইঁইয়ুতিম্মার্ রাদ্বোয়া-'আহ্; অ'আলাল্ মাওলূদি লাহূ রিয্কু্হুন্না অকিস্ওয়া তুহুন্না
যদি দুধপান করাবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়,তবে পিতার কর্তব্য যথানিয়মে তাদের ভরণ

শানেনুযূলঃ আয়াত-২৩৩ ঃ অর্থাৎ মায়েদের উচিত স্বীয় সন্তানদের পূর্ণ দুবছর দুধপান করানো এবং এ সময় পিতার অবশ্য কর্তব্য হল মায়ের অন্ন-বস্ত্র-, নগদ ভাতা ধার্য্য করে দেয়া। মায়েদেরকে সন্তানের কারণে যেন কোন কষ্ট দেয়া না হয়। যেমন; তার নিকট থেকে সন্তানকে আলাদা করে লওয়া, অন্ন-বস্ত্র প্রয়োজনের তুলনায় কম দেয়া এবং পিতাকেও যেন কষ্ট দেয়া না হয়। যেমন, তার নিকট হতে প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ চাওয়া বা সন্তানকে তার উপর ছেড়ে চলে যাওয়া। আর যদি সন্তান পিতৃহীন হয়ে পড়ে, তবে তার উত্তরাধিকারীদের উপর উত্তমরূপেই অন্ন-বস্ত্র ওয়াজিব। আর পিতা-মাতা পরষ্পর মতামতের ভিত্তিতে কোন কল্যাণার্থে দু'বছরের পূর্বেই দুধপান ছাড়ালে তাতেও কোন দোষ নেই। আর অন্য কোন নারীর নিকট দুধপান করালেও কোন দোষ নেই। কিন্তু ভাতা ইত্যাদি যা ধার্য করা হয় তা থেকে হ্রাস করা ঠিক নয়।

بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

বিল্‌মা'রূফ্; লা-তুকাল্লাফু নাফ্‌সুন্ ইল্লা-উস্'আহা-লা-তুদ্বোয়া — র্‌রা ওয়া- লিদাতুম্ বিঅলাদিহা-
পোষণ করা, সাধ্যাতীত কাকেও কার্যভার দেয়া হয় না, কোন মাতাকে সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং

وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

অলা-মাওলূদুল্লাহূ বিঅলাদিহী অ'আলাল্ ওয়া-রিছি মিছ্‌লু যা-লিকা ফাইন্ আরা-দা ফিছোয়া-লান্
পিতাকেও সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না। উত্তরাধিকারীর দায়িত্বও অনুরূপ। তবে সম্মতি ও পরামর্শক্রমে

عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا

'আন তারা-দ্বিম্ মিন্‌হুমা-অতাশা-উরিন্ ফালা-জু্না-হা 'আলাইহিমা-; অইন্ আরাত্‌তুম্ আন্ তাস্‌তারদ্বিঊ'~
স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চাইলে তাদের কারো পাপ হবে না। আর সন্তানকে ধাত্রী দ্বারা দুধপান করাতে

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

আওলা-দাকুম্ ফালা-জু্না-হা 'আলাইকুম্ ইযা-সাল্লাম্‌তুম্ মা~ আ-তাইতুম্ বিল্‌মা-রূফ্; অত্তাক্বু্ল্লা-হা
চাইলেও কোন দোষ নেই; যদি তাকে যা দেয়ার ওয়াদা করেছিলে তা বিধিমত দিয়ে দাও। আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ

অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা বিমা-তা'মালূনা বাছীর্। ২৩৪। অল্লাযীনা ইয়ুতাওয়াফ্‌ফাওনা মিন্‌কুম্ অইয়াযারূনা
জেনেরাখ যে, আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন। (২৩৪) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মরে যায়,

أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

আয্‌ওয়া-জাঁই ইয়াতারাব্বাছ্‌না বিআন্‌ফুসিহিন্না আর্‌বা'আতা আশ্‌হুরিঁও অ'আশ্‌রান্ ফাইযা-বালাগ্‌না আজ্বালাহুন্না ফালা-
তাদের স্ত্রীরা চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে, তারপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হলে প্রচলিত

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

জু্না-হা 'আলাইকুম্ ফী মা-ফা'আল্‌না ফী~ 'আন্‌ফুসিহিন্না বিল্‌মা'রূফ্; অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা
নিয়মানুসারে তারা যা করবে, তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ

خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ

খাবীর্। ২৩৫। অলা-জু্না-হা 'আলাইকুম্ ফীমা- 'আর্ রাদ্বতুম্ বিহী মিন্ খিত্বু্বাতিন নিসা — য়ি আও
অবহিত। (২৩৫) আর যদি সে নারীদেরকে ইংগিতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় বা অন্তরে গোপন রাখে, তাতে তোমাদের

তাৎপর্যঃ মা যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে বা তালাকের ইদ্দতে থাকে এবং কোন কারণে অক্ষম না হলে সন্তানকে কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই দুধপান করানো আল্লাহর পক্ষ হতে তার দায়িত্বে ওয়াজিব। আর তালাকের পর ইদ্দতও শেষ হয়ে গেলে পারিশ্রমিক ছাড়া দুধ দেয়া মায়ের উপর ওয়াজিব নয়। মাসয়ালা– মা দুধপানে অস্বীকৃতি জানালে তাতে বুঝতে হবে মূলত দুধপান করাতে সে অক্ষম, তখন তাকে বাধ্য করা অবৈধ; অবশ্য সন্তান অন্য কারোর দুধপান না করলে তখন মাকে বাধ্য করা যাবে। মাসয়ালা– মা দুধপান করাতে প্রস্তুত থাকলে এবং তার দুধে কোন অপকারও না হলে সন্তানকে অন্য ধাত্রির নিকট দুধপান করানো পিতার জন্য না জায়েয, কিন্তু অপকার হলে মাকে দুধপান করাতে না দেয়া এবং অন্য রমনীর নিকট দুধপান করাতে দেয়া পিতার জন্য বৈধ হবে।

أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا

আক্নান্তুম্ ফী~ আন্ফুসিকুম্; 'আলিমাল্লা-হু আন্নাকুম্ সাতায্কুরূনাহুন্না অলা-কিল্লা-
কোন পাপ হবে না। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের ব্যাপারে আলোচনা করবে, তোমরা বৈধভাবে

تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ

তুওয়া-'ই দূহুন্না সির্রান্ ইল্লা~ আন্তাকূলূ ক্বাওলাম্ মা'রূফা-; অলা-তা'যিমূ'উক্ব্ দাতান
আলোচনা করতে পার কিন্তু গোপনে কোন প্রতিশ্রুতি দিও না; ইদ্দতপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে

ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ

নিকা-হি হাত্তা- ইয়াব্লুগাল্ কিতা-বু আজ্বালাহ্; ওয়া'লামূ~ আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ফী~ আন্ফুসিকুম্
আবদ্ধ হবার সংকল্প করো না। জেনেরাখ যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের সবকিছু জানেন;

৩০ ع ৪ ১৪ রুকু

فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن

ফাহ্যারূহু ওয়া'লামূ~ আন্নাল্লা-হা গাফূরুন্ হালীম্। ২৩৬। লা-জুনা-হা 'আলাইকুম্ ইন্
সুতরাং তোমরা ভয় কর, জেনেরাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। (২৩৬) যদি সহবাস করবার পূর্বে অথবা

طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى

ত্বোয়াল্লাক্ব্ তুমুন্নিসা — য়া মা-লাম্ তামাস্সূহুন্না আও তাফ্রিদ্বূ লাহুন্না ফারীদ্বোয়াতাওঁ অমাত্তি'উ হুন্না 'আলাল
মোহর ধার্য করার পূর্বেই স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না। তোমরা তাদের কিছু খরচ দেবে। আর

ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى

মূসি'ই ক্বাদারুহূ অ'আলাল্ মুক্বতিরি ক্বাদারুহূ, মাতা-'আম্ বিল্ মা'রূফি, হাক্ব্ক্বান্ 'আলাল্
সম্পদশালীরা তাদের সামর্থ্যানুযায়ী দেবে এবং অসচ্ছল ব্যক্তির সাধ্যানুযায়ী তাদেরকে কিছু উপহার দেবে; এটি পুণ্যবানদের ওপর

ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

মুহ্সিনীন্। ২৩৭। অইন্ ত্বোয়াল্লাক্ব্ তুমূহুন্না মিন্ক্বাব্লি আন্ তামাস্সূ হুন্না অক্বাদ্ ফারাদ্বতুম্ লাহুন্না
কর্তব্য। (২৩৭) আর যদি তাদেরকে মিলনের পূর্বেই তালাক দাও আর মোহর নির্ধারিত করে থাক,

لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى

ফারী দ্বোয়াতান্ ফানিছ্ফু মা-ফারাদ্বতুম্ ইল্লা~ আইঁ ইয়া'ফূনা আও ইয়া'ফুওয়াল্লাযী
তবে অর্ধেক দিয়ে দাও; অবশ্য যদি স্ত্রীরা দাবি ছেড়ে দেয় বা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে যদি সে ছেড়ে দেয়

মাসায়ালা– রমণী বিবাহিত থাকলে বা তালাকপ্রাপ্তা কিন্তু ইদ্দত শেষ হয়নি, এ অবস্থায় দুধপান করানোর জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ অবৈধ। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে গ্রহণ করা বৈধ। মাসয়ালা– ইদ্দত শেষ হলে এবং মা দুধপান করাতে পারিশ্রমিক চাইলে আর পিতা সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক দিয়ে অন্যকে দুধপান করাতে দিতে চাইলে মা সেজন্য অগ্রগণ্য হবে। অবশ্য মাতা অধিক পারিশ্রমিক চাইলে পিতার জন্য বৈধ হবে, অন্যকে দিয়ে কম পারিশ্রমিকে দুধপান করানো; কিন্তু মাতা চাইলে এতটুকু দাবী করতে পারবে যে, অন্য রমণীকে তার নিকট রেখে দুধপান করান হোক, যাতে সে সন্তান হতে পৃথক না হয়।

بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ

বিয়াদিহী 'উক্ব্‌দাতুন্নিকা-হ্; অআন্ তা'ফূ~ আক্ব্‌রাবু লিত্তাক্ব্‌ওয়া-;অলা-তান্‌সাউল্ ফাদ্বলা
তবে মাফ করে দেয়াই তাক্ওয়ার নিকটবর্তী। তোমরা পরস্পর উদারতা প্রদর্শনে ভুলো না।

بَيْنَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٨﴾ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ

বাইনাকুম্; ইন্নাল্লা-হা বিমা-তা'মালূনা বাছীর্। ২৩৮। হা-ফিজূ 'আলাছ্ ছলাওয়া-তি ওয়াছালা-তিল্
আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন। (২৩৮) তোমরা সকল নামায ও মধ্যবর্তী নামাযকে সংরক্ষণ কর।

الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٩﴾ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ

উসত্বোয়া-'অকূ্মূ লিল্লা-হি ক্বা-নিতীন্। ২৩৯। ফাইন খিফ্‌তুম্ ফারিজ্বা-লান্ আও রুক্‌বা-নান্, ফাইযা~
আর আল্লাহর উদ্দেশে একান্ত বিনীতভাবে দাঁড়াও। (২৩৯) যদি ভয় কর তবে পদাচারী অথবা আরোহী হয়ে; যখন

اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٤٠﴾ وَالَّذِيْنَ

আমিন্‌তুম্ ফায্‌কুরুল্লা-হা কামা-'আল্লামাকুম্ মা-লাম তাকূনূ তা'লামূন্। ২৪০। অল্লাযীনা
নিরাপদবোধ কর, আল্লাহকে স্মরণ কর। যেভাবে আল্লাহ শিখিয়েছেন যা তোমরা জানতে না। (২৪০) আর তোমাদের

يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى

ইয়ুতাওয়াফ্‌ফাওনা মিন্‌কুম্ অইয়াযারূনা আয্‌ওয়াজ্বাওঁ, অছিয়্যাতাল লিআয্‌ওয়া-জ্বিহিম্ মাতা-'আন্ ইলাল্
মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে তারা যেন স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বের না করে তাদের এক বছরের ভরণ-

الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ

হাওলি গাইরা ইখ্‌রা-জ্বিন, ফাইন্ খারাজ্‌না ফালা-জু্না-হা 'আলাইকুম্ ফী মা- ফা'আল্‌না
পোষণের ওছীয়ত করে। যদি তারা বের হয়ে যায় আর বিধিমত নিজেদের জন্য কিছু করে, তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই

فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤١﴾ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ

ফী~ আন্‌ফুসিহিন্না মিম্ মা'রূফ; 'অল্লা-হু 'আযীযুন্ হাকীম্। ২৪১। অলিল্ মুত্বোয়াল্লাক্বা-তি মাতা-'উম্
আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। (২৪১) তালাক প্রাপ্তা নারীদের জন্য বিধিমত ভরণ-পোষণ

بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤٢﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ

বিল্‌মা'রূফ; হাক্ব্‌ক্বান্ 'আলাল মুত্তাক্বীন্। ২৪২। কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম্ আ-ইয়া- তিহী লা'আল্লাকুম্
দেয়া মুত্তাকীদের ওপর ফরয। (২৪২) এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন, যেন তোমরা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৩৮ ঃ আসরের সময়টা সাধারণতঃ কার্যকলাপের সময় হওয়াতে লোকেরা আসরের নামাযে বিলম্ব করত এবং সূর্যাস্তের সময় সন্নিকট হলে কাজ বন্ধ করে পড়ে লইত। এতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। অপর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) যোহরের নামায প্রথম সময়ে পড়ে নিতেন, এটা সাহাবাদের জন্য কঠিন ছিল। তাই অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতএব প্রথম রিওয়ায়েত মতে, 'মধ্যম নামায' এর অর্থ আছরের নামায, আর দ্বিতীয় বর্ণনা মতে, যোহরের নামায; কেননা, এই নামায দিনের মধ্যভাগে পড়তে হয়, তাই একে মধ্যম নামায বলা হয়। আর নামাযের ওয়াক্ত হিসেবে আসরের ওয়াক্ত মধ্যভাগে হয়, সে হিসেবে তাকে মধ্যম নামায বলা হয়। ওয়াক্ত হিসেবে যে কোন ওয়াক্তের নামাযই মধ্যম নামায হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে বৃত্তাকারে যখন ধরা যায়। তাই প্রতি ওয়াক্তের নামাযকে পাবন্দি সহকারে পড়া দরকার।

৩১ ع ৭ ১৫ রুকু

تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٣﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ

তা'ক্বিলূন্। ২৪৩। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা খারাজূ মিন্ দিয়া-রিহিম্ অ হুম উলূফুন্ হাযারাল্

বুঝতে পার। (২৪৩) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা হাজারে হাজারে দেশ থেকে মৃত্যুভয়ে বের হয়েছিল।

الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

মাওতি ফাক্বা-লা লাহুমুল্লা-হু মূতূ ছুম্মা আহ্ইয়া-হুম্; ইন্নাল্লা-হা লাযূফাদ্বলিন্ 'আলান

আল্লাহ তাদের বললেন, "মৃত্যুবরণ কর"; তারপর তাদেরকে জীবিত করলেন; নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের

النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٤﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

না-সি অলা-কিন্না আক্ছারান্না-সি লা-ইয়াশ্কুরূন্। ২৪৪। অক্বা-তিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি

প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (২৪৪) আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٥﴾ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

অ'লামূ~ আন্নাল্লা-হা সামী'উন 'আলীম্। ২৪৫। মান্যাল্লাযী ইউক্ব্রিদ্বুল্লা-হা ক্বারদ্বোয়ান্ হাসানান্

এবং জেনে রেখ, আল্লাহ মহা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (২৪৫) এমন কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান

فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ

ফাইয়ুদ্বোয়া-'ইফাহু লাহূ~ আদ্ব'আ-ফান্ কাছীরাহ্; অল্লা-হু ইয়াক্ব্ বিদ্বু অইয়াব্সুতু অইলাইহি

করবে? আর আল্লাহ তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহ্ই সংকুচিত করেন এবং তিনিই সম্প্রসারিত করেন, তাঁরই দিকে

ওয়াক্বফে লাযেম

تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٦﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ

তুর্জা'উন্। ২৪৬। আলাম্ তারা ইলাল্ মালায়ি মিম্ বানী~ইস্রা—য়ীলা মিম্ বা'দি মূসা।

প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৪৬) মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈল নেতাদের দেখেন নি? যখন তারা নবীকে বলল,

إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ

ইয্ ক্বা-লূ লিনাবিয়্যিল্ লা-হুমুব্'আছ লানা-মালিকান্ নুক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হ্; ক্বা-লা

আমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত কর, যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি, তখন নবী বলল,

هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا

হাল্ 'আসাইতুম্ ইন্ কুতিবা 'আলাইকুমুল্ ক্বিতা-লু; আল্লা-তুক্বা-তিলূ ; ক্বা-লূ অমা-লানা~

এমন তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দিলে যুদ্ধ করবে না? বলল, আমাদের কি হয়েছে যে,

أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا

আল্লা-নুক্বা-তিলা ফী সাবীলিল্লা-হি অক্বাদ্ উখ্রিজ্না- মিন দিয়া-রিনা-অআব্না—য়িনা; ফালাম্মা-

আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমরা ও সন্তানরা ঘরবাড়ি হতে বহিষ্কৃত হয়েছি? অতঃপর যুদ্ধের

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ٭

কুতিবা 'আলাইহিমুল্ ক্বিতা-লু তাওয়াল্লাও ইল্লা-ক্বালীলাম্ মিন্‌হুম্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিজ্জোয়া-লিমীন্।
বিধান দেয়া হলে কিছু সংখ্যক ছাড়া সকলেই ফিরে গেল। আল্লাহ জালিমদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত।

(২৪৭) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا

২৪৭। অক্বা-লা লাহুম্ নাবিয়্যুহুম্ ইন্নাল্লা-হা ক্বাদ্ বা'আছা লাকুম্ ত্বোয়া-লূতা মালিকা-; ক্বা-লূ~
(২৪৭) নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তালূতকে তোমাদের বাদশাহ নিযুক্ত করলেন। তারা বলল, আমাদের

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً

আন্না- ইয়াকূনু লাহুল্ মুল্‌কু 'আলাইনা- অনাহ্‌নু আহাক্বু্কু্ বিল্‌মুল্‌কি মিন্‌হু অলাম্ ইয়ু''তা সা'আতাম্
ওপর তার আধিপত্য কিভাবে হতে পারে? অথচ আমরাই তার চেয়ে বাদশাহীর জন্য বেশি উপযুক্ত। তার প্রচুর সম্পদও

مِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ

মিনাল্ মা-ল্; ক্বা-লা ইন্নাল্লা-হাছ্ ত্বোয়াফা-হু 'আলাইকুম্ অযা-দাহূ বাস্‌ত্বোয়াতান্ ফিল 'ইল্‌মি অল্‌জ্বিস্‌ম্;
নেই; নবী বললেন, আল্লাহ তাকেই মনোনীত করেছেন এবং তাকে অনেক জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ

وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (২৪৮) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ

অল্লা-হু ইয়ু''তী মুল্‌কাহূ মাইঁ ইয়াশা — উ; অল্লা-হু ওয়া-সি'উন্ 'আলীম্। ২৪৮। অক্বা-লা লাহুম্ নাবিয়্যুহুম্ ইন্না আ-ইয়াতা
যাকে চান তাকে রাজত্ব দান করেন, আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী। (২৪৮) তাদের নবী আরও বললেন, তার রাজত্বের

مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ

মুল্‌কিহী~ আইঁ ইয়া''তিয়াকুমুত্ তা-বূতু ফীহি সাকীনাতুম্ মির্ রব্বিকুম্ অবাক্বিয়্যাতুম্ মিম্মা- তারাকা
নিদর্শন হলো তোমাদের কাছে একটি সিন্দুক আসবে, যাতে আছে রবের পক্ষ হতে শান্তি এবং

آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ

আ-লু মূসা-ওয়াআ-লু হা-রূনা তাহ্‌মিলুহুল্ মালা — য়িকাহ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্লাকুম্
মূসা ও হারূনের বংশধরদের পরিত্যক্ত বস্তু, ফেরেশতারা তা বহন করবে, এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (২৪৯) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ ৩২ ع ৬ ১৬ রুকু

ইন্ কুনতুম্ মু''মিনীন্। ২৪৯। ফালাম্মা-ফাছোয়ালা ত্বোয়া-লূতু বিল্‌জ্বু্নূ দি ক্বা-লা ইন্নাল্লা-হা মুব্‌তালীকুম্
আছে যদি তোমরা মু'মিন হও। (২৪৯) যখন তালূত সৈন্য নিয়ে বের হলেন; তখন তিনি বললেন, আল্লাহ নদী দিয়ে

بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ

বিনাহারিন্ ফামান্ শারিবা মিন্‌হু ফালাইসা মিন্নী, অমাল্লাম্ ইয়াত্ব্'আম্‌হু ফাইন্নাহূ মিন্নী~ ইল্লা-মানিগ্
পরীক্ষা করবেন, যে তা হতে পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। যে পান করবে না সে দলভুক্ত;

اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِينَ

তারাফা গুর্‌ফাতাম্ বিয়াদিহী, ফাশারিবূ মিন্‌হু ইল্লা-ক্বালীলাম্ মিন্‌হুম্ ; ফালাম্মা-জ্বা-ওয়াযাহূ হুওয়া অল্লাযীনা

তবে নিজ হাতের এক অঞ্জলি ভরে সামান্য পান করলে তার কোন দোষ হবে না। অল্পসংখ্যক ছাড়া সকলেই পান

آمَنُوا مَعَهٗ ۙ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهٖ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ

আ-মানূ মা'আহূ ক্বা-লূ লা-ত্বোয়া-ক্বাতা লানাল্ ইয়াওমা বিজ্বা-লূতা অজ্বু নূ দিহ্; ক্বা-লাল্লাযীনা ইয়াজুন্নূনা

করল। পরে মুমিনরা নদী পার হলেন; তারা বলল, আজ জালূত ও তার সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের শক্তি আমাদের

أَنَّهُمْ مُلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ

আন্নাহুম্ মুলা-ক্বু ল্লা-হি কাম্ মিন্ ফিয়াতিন্ ক্বালী লাতিন্ গালাবাত্ ফিয়াতান্ কাছীরাতাম্ বিইয্‌নিল্লা-হ্;

নেই। যারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতে বিশ্বাসী তারা বলল, আল্লাহর নির্দেশে কত ক্ষুদ্রদল কত বড় দলকে পরাজিত করেছে।

وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ (২৫০) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهٖ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ

অল্লা-হু মা'আছ্ ছোয়া-বিরীন্। ২৫০। অলাম্মা-বারাযূ লিজ্বা-লূতা অজ্বু নূদিহী ক্বা-লূ রব্বানা~ আফ্‌রিগ্

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (২৫০) তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হয়ে বলল; হে আমাদের রব!

عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ *

'আলাইনা-ছোয়াব্‌রাওঁ অছাব্বিত্ আক্ব্ দা-মানা-অন্‌ছুর্‌না-'আলাল্ ক্বাওমিল্ কা-ফিরীন্।

আমাদেরকে ধৈর্য দিন, পা অটল রাখুন আর কাফেরের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

(২৫১) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ

২৫১। ফাহাযামূ হুম্ বিইয্‌নিল্লা-হি অক্বাতালা দা-উদু জ্বা-লূতা অআ-তা-হুল্লাহুল্ মুল্‌কা

(২৫১) তারপর আল্লাহর হুকুমে তাঁরা তাদের পরাজিত করলেন; এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলেন,

وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

অল্ হিক্‌মাতা অআল্লামাহূ মিম্মা-ইয়াশা —উ; অলাও লা- দাফ্'উল্লা-হিন্ না-সা বা'দ্বোয়াহুম্

আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন; এবং ইচ্ছামত তাঁকে শিখালেন, আল্লাহ যদি দমন না করতেন

بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِينَ *

বিবা'দ্বিল্ লা ফাস্‌সাদাতিল্ আর্‌দ্বু অলা-কিন্নাল্লা-হা যূ ফাদ্বলিন্ 'আলাল্ 'আ-লামীন্।

মানুষের একদলকে দিয়ে অন্যদল তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ করুণাময় বিশ্ববাসীর জন্য।

(২৫২) تِلْكَ آيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *

২৫২। তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্লা-হি নাত্‌লূহা-'আলাইকা বিল্‌হাক্বি ; অইন্নাকা লামিনাল্ মুর্‌সালীন্।

(২৫২) এটি আল্লাহর আয়াত, যা যথাযথভাবে আবৃত্তি করেছি, আপনি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।